ফয়যানে মদীনা

জুলাই ২০২৬

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল মদীনা

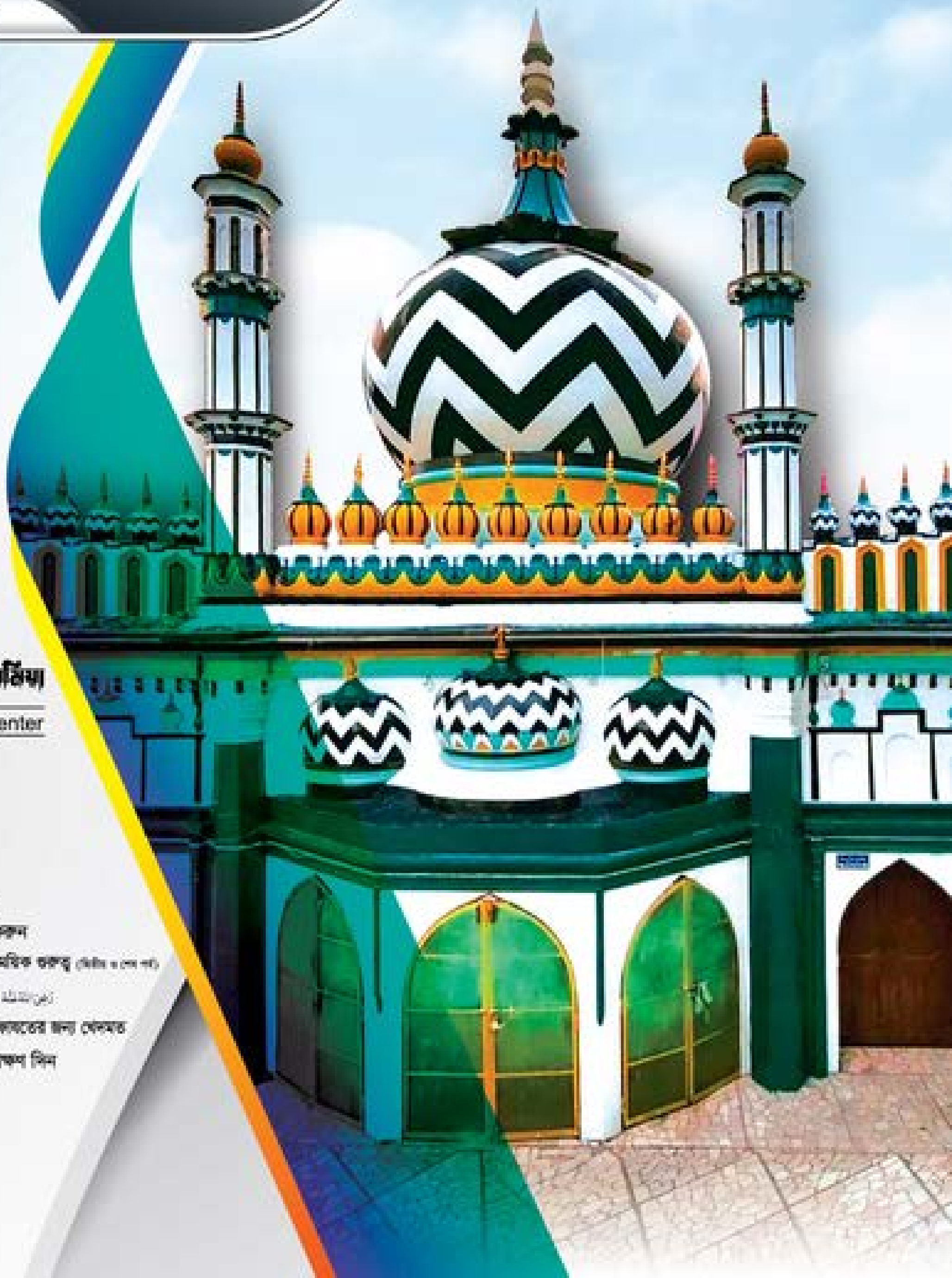

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া
Islamic Research Center

- সফলতার পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ
- আমলের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করুন
- ইমাম হুসাইনের শিক্ষা এবং এর সমসাময়িক গুরুত্ব (দ্বিতীয় ও শেষ পর্ব)
- হযরত সায়্যিদুনা খুবাইব বিন আদি
- আলা হযরত এর আকীদা হেফাজতের জন্য খেদমত
- মেয়েদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রশিক্ষণ দিন

ফয়যানে মদীনা

জুলাই ২০২৬

উপস্থাপনায় :

অনুবাদ বিভাগ

দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রকাশনায় :

মাকতাবাতুল মদীনা

দা'ওয়াতে ইসলামী

মাদানী চ্যানেল বাংলা
দেখতে থাকুন

সফলতার পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

মাওলানা আবুন নূর রাশিদ আলী আত্তারী মাদানী

মহা মর্যাদাময় কিতাব কুরআনে করীম যেমন কল্যাণ ও সফলতার মাধ্যম ও কারণ হওয়া আমল ও মতবাদের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করেছে, তেমনি ঐ সমস্ত আমল ও আকিদা ইত্যাদিরও ইঙ্গিত প্রদান করেছে, যা প্রকৃত কল্যাণ ও সফলতা অর্থাৎ আখিরাতের মুক্তি এবং জান্নাত অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কুরআনে করীম সফলতার পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহের বিভিন্নভাবে আলোচনা করেছে, তবে এই প্রবন্ধে ঐ সমস্ত দিকগুলোর আলোচনা করা হচ্ছে, যেগুলোর জন্য কুরআনে করীমে "لَا يُفْلِحُ" এবং এর অন্যান্য প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। নিম্নে ঐ সমস্ত আমল ও দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনা করা হলো, যা সফলতার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে:

যুলুম (কুফর) করা

যুলুমের আভিধানিক অর্থ হলো "وَضْعُ الشَّيْءِ فِيْ غَيْرِ مَوْضِعِه" অর্থাৎ বস্তুকে ঐ স্থানে রাখা যা তার জায়গা নয়। (আত তা'রীফাত লিল যুরজানী, পৃষ্ঠা: ১০২) এর মর্মার্থ হলো যে ব্যক্তি যা পাওয়ার হকদার নয়, তাকে তা দেওয়া অথবা যে যা পাওয়ার হকদার তাকে তা না দেওয়া যুলুম হবে।

কুরআনে করীমের অনেক স্থানে কুফর ও শিরককে যুলুম এবং তা সম্পাদনকারীদের যালিম হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং স্পষ্ট করা হয়েছে যে, এই যুলুমকারী যালিমরা সফলতা পাবে না। যেমনটি সূরা আনআমে রয়েছে:

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلَی اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰیٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا یُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۱﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ এবং সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক যালিম কে? যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে, অথবা তাঁর নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। নিঃসন্দেহে যালিম সাফল্য পাবেনা। (পারা: ৭, সূরা: আনআম: ২১)

একইভাবে সূরা আনআমের ১৩৫ নম্বর আয়াতে কাফেরদের সুস্পষ্টভাবে সতর্ক করা

হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র যবানে এই ঘোষণা করানো হয়েছে যেঃ

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّیْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا یُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۱۳۵﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ বলুন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আপন স্থানে কাজ করতে থাকো, আমিও আমার কাজ করছি। সুতরাং এখন তোমরা জানতে চাচ্ছো কার জন্য থাকছে আখিরাতের ঘর; নিঃসন্দেহে যালিম সাফল্য পায়না।

যুলুমের একটি রূপ হলো যে, মানুষ আল্লাহর হকসমূহ চেনার পরও সেগুলো আদায় করে না। বর্তমান যুগে তথাকথিত "মুক্তমনা" এবং "আধুনিকতা" এর নামে দ্বীনকে ব্যক্তিগত বিষয় সাব্যস্ত করে জীবনের সামাজিক ক্ষেত্রগুলো থেকে বের করে দেওয়া মূলত যুলুমই। আজ যুবক সমাজকে সোশ্যাল মিডিয়ায় এটি বিশ্বাস করানো হয় যে, আকীদা ও ঈমান হলো "পুরানো আমলের বিষয়", আর কিছু নামধারী বুদ্ধিজীবী ইসলামী আকীদার প্রতি কটাক্ষ করে নিজেদের "স্বাধীন চেতা" হিসেবে প্রকাশ করে। মনে রাখবেন যে, দুনিয়ায় যতই খ্যাতি, সম্পদ ও সম্মান পাক না কেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর একত্ববাদকে মন থেকে স্বীকার করবে না, তার পরিণাম হলো চিরস্থায়ী ব্যর্থতা।

অপরাধ (কুরআনী আয়াত অস্বীকার) করা

সফলতার পথে প্রতিবন্ধক একটি অন্তরায় হলো; কুরআনী আয়াতসমূহ অস্বীকার করা। কুরআনে করীম এমন ব্যক্তিদের অপরাধী সাব্যস্ত করেছে। যখন রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কার কাফেরদের সামনে কুরআনে করীমের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করতেন, তখন তারা এই কুরআনের পরিবর্তে অন্যকিছুর দাবি করত। রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, আমি না তো কুরআন পরিবর্তনকারী আর না তো আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতাকারী। কিন্তু তারা চরম ধৃষ্টতার সাথে বলত যে, এটি ছাড়া অন্য কুরআন নিয়ে আসুন অথবা একে পরিবর্তন করে দিন। আল্লাহ করীম ইরশাদ করেনঃ তার চেয়ে বড় যালিম কে, যে আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে অথবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে? নিশ্চয়ই অপরাধীরা সফলতা পাবে না। সুতরাং সূরা ইউনুসে রয়েছেঃ

وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَیْهِمْ اٰیَاتُنَا بَیِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَیْرِ هٰذَاۤ اَوْ بَدِّلْهُ ؕ قُلْ مَا یَكُوْنُ لِیْۤ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِیْ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا یُوْحٰۤى اِلَیَّ ۚ اِنِّیْۤ اَخَافُ اِنْ عَصَیْتُ رَبِّیْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ﴿۱۵﴾ قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَیْكُمْ وَ لَاۤ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ ۖ ۫ فَقَدْ لَبِثْتُ فِیْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۶﴾ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰیٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا یُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿۱۷﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ এবং যখন তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তারা বলতে থাকে, যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করেনা, 'এটা ব্যতীত অন্য একটা কুরআন নিয়ে আসুন অথবা সেটাকে বদলিয়ে ফেলুন। আপনি বলুন, 'আমার জন্য শোভা পায়না যে, আমি তা নিজ পক্ষ থেকে বদলিয়ে ফেলবো। আমি তো সেটারই অনুসারী, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়; আমি যদি আপন প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করি, তবে আমার নিকট মহা দিবসের ভয় রয়েছে। আপনি বলুন, 'যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে আমি সেটা তোমাদের নিকট পাঠ করতাম না, না তিনি তোমাদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করতেন। অতঃপর আমি এর পূর্বে তোমাদের মধ্যে স্বীয় একটা আয়ুষ্কাল অতিবাহিত করেছি; সুতরাং তোমাদের কি বিবেক নেই?' সুতরাং তার চেয়ে অধিক যালিম কে, যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে; নিঃসন্দেহে, অপরাধীদের মঙ্গল হবেনা। (পারাঃ ১১, সূরাঃ ইউনুসঃ ১৫-১৭)

কুরআনী আয়াত অস্বীকারের একটি ভয়াবহ অবস্থা হলো যে, কিছু দ্বীন ও রিসালাত অস্বীকারকারী কুরআনে করীমের মনগড়া ব্যাখ্যা করে মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করে। কাদিয়ানী এবং তাদের মতো অন্যান্য বাতিল ফেরকা "খাতামুন নাবিয়্যীন" এর মতো স্পষ্ট কুরআনী শব্দের অর্থ পরিবর্তনের ধৃষ্টতা দেখায় যাতে তাদের মিথ্যা আকীদাকে টিকিয়ে রাখা যায়; অথচ চৌদ্দশ বছর ধরে উম্মতে মুসলিমার ইজমা তথা ঐকমত্যপূর্ণ আকীদা এটাই যে, হুযুর নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শেষ নবী, তাঁর পরে আর কোনো নবী আসতে পারে না।

একইভাবে কিছু মানুষ নামায কায়েম করার ব্যাখ্যা পরিবর্তনের চেষ্টা করে এবং ব্যবহারিক নামায, রুকু, সিজদা ও জামাআতের এই মহান ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে, যা প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত পুরো উম্মতের মাঝে অবিচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে। এটি নিছক চিন্তাগত ভুল নয় বরং আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার এবং দ্বীনকে বিকৃত করার এক গুরুতর অপচেষ্টা। মুসলমানের উচিত সে যেন কুরআনকে সাহাবায়ে কেরাম, আইম্মায়ে দ্বীন এবং আহলে সুন্নাতের বুঝ অনুযায়ী বুঝে; কারণ নিজের বুদ্ধি ও খেয়াল-খুশি অনুযায়ী কুরআনের তাফসীর করা মানুষকে ভ্রষ্টতার অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়। আজ সোশ্যাল মিডিয়া এবং বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে এই ধরনের ফিতনা খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, তাই আকীদা হিফাযত করা, হাক্কানী ওলামাদের সাথে সম্পর্ক রাখা এবং নির্ভরযোগ্য দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য আগের চেয়ে অনেক বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে; নতুবা মানুষ ধোঁকায় পড়ে ঈমানের দৌলত থেকে বঞ্চিত হতে পারে।

আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া/ শিরক করা

ইহুদিরা হকের পথ ছেড়ে হযরত উযাইর عَلَيْهِ السَّلَام কে এবং খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام কে مَعَاذَ الله আল্লাহর পুত্র বলেছে, অথচ মক্কার কাফেররা ফেরেশতাদের আল্লাহর কন্যা বলত। কুরআনে করীম এই মন্দ ধৃষ্টতাকে মহান আল্লাহর সত্তার উপর অপবাদ এবং আখিরাতের সফলতা না পাওয়ার কারণ সাব্যস্ত করেছে। যেমনটি সূরা ইউনুসে রয়েছেঃ

قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ الْغَنِیُّ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍۭ بِهٰذَا ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۶۸﴾ قُلْ اِنَّ الَّذِیْنَ یَفْتَرُوْنَ عَلَی اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا یُفْلِحُوْنَ ﴿ؕ۶۹﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ তারা বললো, আল্লাহ নিজের জন্য সন্তান গ্রহণ করেছেন' পবিত্রতা তাঁরই। তিনিই অভাবমুক্ত। তাঁরই, যা কিছু আসমানসমূহে (রয়েছে) এবং যা কিছু যমীনে রয়েছে। তোমাদের নিকট সেটার কোন সনদই নেই। তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে ঐ কথা রচনা করছো যে বিষয় তোমাদের জ্ঞানই নেই। আপনি বলুন, 'ঐসব লোক, যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তাদের মঙ্গল হবে না।'

(পারাঃ ১১, সূরা ইউনুসঃ ৬৮-৬৯)

অকৃতজ্ঞতা ও খেয়ানত

সফলতার পথে প্রতিবন্ধক অন্তরায়সমূহের মধ্যে একটি হলো; আপন উপকারীর অকৃতজ্ঞতা এবং তার সাথে খেয়ানত করা। এর সম্পর্ক যদি স্রষ্টার সাথে দেখা হয় তবে প্রকৃত উপকারী হলেন আল্লাহ পাক এবং আল্লাহ পাকের যেকোনো হুকুমের অবাধ্যতা হলো খেয়ানত। আর যদি এর সম্পর্ক সৃষ্টির সাথে হয় তবে এর মর্মার্থ হবে; যে কেউ তোমার সাথে ভালো ব্যবহার ও কল্যাণ করেছে তবে তার সাথে অথবা তার সম্পদ ও পরিবারের সাথে মন্দ ব্যবহার করো না; যে এমনটি করে সে যালিম। হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام কে যখন মিসরের আযীযের স্ত্রী মন্দের দিকে ডাকল তখন তিনি কতই না চমৎকার শব্দে আপন উপকারীর উপকার স্বীকার এবং তার পরিবারের সাথে খেয়ানত করতে অস্বীকার করলেন, আর একে যুলুম হিসেবে অভিহিত করে বললেন যে, যালিমরা সফলতা পায় না। যেমনটি সূরা ইউসুফে রয়েছেঃ

وَ رَاوَدَتْهُ الَّتِیْ هُوَ فِیْ بَیْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَ غَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَ قَالَتْ هَیْتَ لَكَ ؕ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّیْۤ اَحْسَنَ مَثْوَایَ ؕ اِنَّهٗ لَا یُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۳﴾

কানযুল ইরফানের অনুবাদঃ এবং সে যে স্ত্রীলোক-এর ঘরে ছিলো সে তাকে প্রলোভিত করলো যেন তার কামনায় বাধা না দেয় এবং দরজাগুলোর সবই বন্ধ করে দিলো এবং বললো, 'এসো! তোমাকেই বলছি।' বললো, 'আল্লাহরই আশ্রয়! সেই 'আযীয' তো আমার প্রভূ অর্থাৎ লালনকারী। তিনি আমাকে ভাল মতো রেখেছেন; নিশ্চয় যালিমদের মঙ্গল হয়না।'

(পারাঃ ১২, সূরাঃ ইউসুফঃ ২৩)

উপকার অস্বীকার করা বর্তমান সমাজের এক বড় ট্র্যাজেডি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাবা-মার কোরবানি ভুলে যাওয়া হচ্ছে, শিক্ষকের মর্যাদা কমে গেছে, বন্ধুদের হক পদদলিত করা হচ্ছে এবং আমানত ও বিশ্বস্ততাকে “সাদাসিধে স্বভাব” মনে করা হচ্ছে। কিছু মানুষ সামান্য লাভের জন্য বন্ধুদের সাথে, প্রতিষ্ঠানের সাথে এমনকি নিজ পরিবারের সাথে খেয়ানত করতেও দ্বিধাবোধ করে না। অথচ অকৃতজ্ঞতা হৃদয়ের কঠোরতা এবং বরকত সমাপ্ত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যে ব্যক্তি আপন উপকারীর প্রতি বিশ্বস্ত নয়, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাকের নেয়ামতগুলোরও কদর করে না। আজ ঘরে ঘরে অশান্তি, ব্যবসায় বরকতহীনতা এবং সম্পর্কের মাঝে ঘৃণার এক বড় কারণ হলো মানুষ আমানত, বিশ্বস্ততা এবং কৃতজ্ঞতাবোধের মতো গুণাবলী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। যদি মানুষ হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর চরিত্র থেকে শিক্ষা নেয় এবং নির্জনে সুযোগ ও আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও খেয়ানত থেকে বেঁচে যায় তবে এটিই তার ঈমানের প্রকৃত নিদর্শন। সফল সেই, যে সব অবস্থায় আমানত ও বিশ্বস্ততার পথ ধরে রাখে।

মনগড়াভাবে হালাল ও হারাম সাব্যস্ত করা

আপন খেয়াল-খুশি মতো আল্লাহর হালাল ও পবিত্র নেয়ামতগুলোকে হারাম সাব্যস্ত করতে থাকা কল্যাণ ও সফলতার পথে একটি প্রতিবন্ধক। মক্কার কাফেরদের অভ্যাস ছিল যে, তারা যখন তখন নিজেদের মনগড়া নিয়মে কিছু পশুকে নারী ও অন্যান্যদের জন্য হারাম সাব্যস্ত করত। কুরআনে করীম এই স্বঘোষিত হালাল-হারামকে আল্লাহর সত্তার উপর মিথ্যা অপবাদ সাব্যস্ত করেছে এবং হালাল ও হারামের সুস্পষ্ট মূলনীতি ও নিয়ম দান করেছে যে:

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۪ وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿۱۱۴﴾ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَاۤ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۱۵﴾ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿۱۱۶﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ অতঃপর আল্লাহর প্রদত্ত জীবিকা, হালাল পবিত্র আহার করো এবং আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত করে থাকো। তোমাদের উপর তো এগুলো হারাম করেছেন- মরা, রক্ত, শূকর-মাংস এবং সেটা, যা যবেহকালে আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কারো নাম নেয়া হয়েছে, অতঃপর যে অনন্যোপায় হয়, না অভিলাষী হয়ে এবং না সীমালংঘনকারী হয়ে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। এবং জিহ্বাসমূহ মিথ্যা বর্ণনা করছে বলে তোমরা এটা বলোনা, ‘এটা হালাল এবং এটা হারাম;’ এ জন্য যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা রচনা করবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা রচনা করে তাদের মঙ্গল হবে না।

(পারাঃ ১৪, সূরাঃ নাহলঃ ১১৪-১১৬)

নিকট অতীতেও কিছু কুচক্রী কুরআনী আয়াতের এই অংশ " وَمَاۤ اُهِلَّ لِغَیۡرِ اللّٰهِ بِهٖ " থেকে এটি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে, আউলিয়ায়ে কিরামের নামের নিয়ায ও ফাতেহা ইত্যাদি এবং তাঁদের ইসালে সাওয়াবের জন্য আল্লাহর পথে কোরবানি করা পশুগুলাও হারাম। এটিও এক চরম যুলুম এবং মহান রবের নির্দেশনার উপর অপবাদ। কুরআনী আয়াত একেবারে স্পষ্ট যে, ঐ পশু হারাম যা জবাই করার সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম নেওয়া হয়েছে।

হক-এর বাণীর উপর আপত্তি ও অস্বীকার

আল্লাহ করীমের পক্ষ থেকে আম্বিয়ায়ে কেরাম হকের বাণী নিয়ে আগমন করলেন অথচ অনেক জাতি তাঁদের মিথ্যা সাব্যস্ত করল এবং হকের বাণীকে مَعَاذَ الله জাদু ইত্যাদি বলল। মহান নবী ও রাসূল হযরত মূসা عَلَیۡهِ السَّلَام কেও ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় এমনটি বলেছিল। তখন তিনি عَلَیۡهِ السَّلَام জানিয়ে দিলেন যে, জাদুকররা সফল হয় না, বরং আল্লাহর দরবার থেকে হকের বাণী নিয়ে আগমনকারীর পরিণামই উত্তম। যেমনটি

فَلَمَّا جَآءَهُمۡ مُّوۡسٰی بِاٰیٰتِنَا بَیِّنٰتٍ قَالُوۡا مَا هٰذَاۤ اِلَّا سِحۡرٌ مُّفۡتَرًی وَّ مَا سَمِعۡنَا بِهٰذَا فِیۡۤ اٰبَآئِنَا الۡاَوَّلِیۡنَ ﴿۳۶﴾ وَ قَالَ مُوۡسٰی رَبِّیۡۤ اَعۡلَمُ بِمَنۡ جَآءَ بِالۡهُدٰی مِنۡ عِنۡدِهٖ وَ مَنۡ تَکُوۡنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا یُفۡلِحُ الظّٰلِمُوۡنَ ﴿۳۷﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ অতঃপর যখন মূসা তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট নিদর্শসমূহ নিয়ে এসেছে, তখন তারা বললো, 'এ তো নয়, কিন্তু অলীক যাদু মাত্র! এবং আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে এমনি শুনিনি।' এবং মূসা বললেন, 'আমার প্রতিপালক খুব ভালো জানেন কে তার নিকট থেকে হেদায়েত (পথ-নির্দেশনা) নিয়ে এসেছেন এবং কার জন্য পরকালের ঘর থাকবে। নিশ্চয় যালিম, (লক্ষ্য অর্জনে) সফলকাম হয়না।' (পারাঃ ২০, সূরাঃ ক্বাসাসঃ ৩৬-৩৭)

সূরা ইউনুসেও হযরত মূসা عَلَیۡهِ السَّلَام এর বাণী থেকে স্পষ্ট যে, জাদুকররা হকের বিপরীতে কখনোই সফলতা পেতে পারে না এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আসা হকের বাণীই সফলঃ

قَالَ مُوۡسٰۤی اَتَقُوۡلُوۡنَ لِلۡحَقِّ لَمَّا جَآءَکُمۡ ؕ اَسِحۡرٌ هٰذَا ؕ وَ لَا یُفۡلِحُ السّٰحِرُوۡنَ ﴿۷۷﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ মূসা বললো, 'তোমরা কি সত্য সম্পর্কে এরূপ বলছো যখন তা তোমাদের নিকট আসলো? এটা কি যাদু? এবং যাদুকরেরা সফলকাম হয়না।' (পারাঃ ১১, সূরাঃ ইউনুসঃ ৭৭)

অনুরূপভাবে সূরা ত্ব-হায় কুরআনে করীম ইরশাদ করেছে যে, যাদুকররা সফল হয় না। যেমনটি

وَ اَلۡقِ مَا فِیۡ یَمِیۡنِکَ تَلۡقَفۡ مَا صَنَعُوۡا ؕ اِنَّمَا صَنَعُوۡا کَیۡدُ سٰحِرٍ ؕ وَ لَا یُفۡلِحُ السَّاحِرُ حَیۡثُ اَتٰی ﴿۶۹﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ এবং নিক্ষেপ করো যা তোমার ডান হাতে রয়েছে এবং (তা) তাদের কৃত্রিম বস্তুগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা কিছু তৈরি করে এনেছে তা তো জাদুর প্রতারণা। যাদুকরের মঙ্গল হয় না যেখানেই আসুক।'

(পারাঃ ১৬, সূরাঃ ত্ব-হাঃ ৬৯)

সারকথা হলো যে, কুরআনে করীম মানুষের প্রকৃত সফলতা এবং চিরস্থায়ী সফলতার পথ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে এবং সেই সাথে ঐ সমস্ত প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কেও সতর্ক করে দিয়েছে, যা মানুষকে ঈমান, হেদায়েত এবং আখিরাতের সফলতা থেকে বঞ্চিত করে দেয়। আজকের এই ফিতনার যুগে যেখানে বাতিল মতবাদ, নাস্তিকতা, ধর্মহীনতা এবং দ্বীন থেকে দূরত্ব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, সেখানে মুসলমানদের জন্য জরুরি যে, তারা কুরআন ও সুন্নাতকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে, নিজেদের আকীদা ও আমল হেফাযত করে এবং নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মকেও খাঁটি ইসলামী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত রাখে।

আল্লাহ পাকের অনেক বড় অনুগ্রহ যে, বর্তমান যুগে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশ মুসলমানদের জন্য হেদায়েত ও সংশোধনের এক মহান মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা, শনিবার হওয়া আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাদানী মুযাকারা, দাওয়াতে ইসলামীর ব্যবস্থাপনায় মসজিদগুলোতে ফজর নামাযের পর হওয়া কুরআন তাফসীরের হালকা, মাদরাসাতুল মদীনা, জামিয়াতুল মদীনা, নেকীর দাওয়াত এবং অন্যান্য দ্বীনি কাজ এমন মুবারক মাধ্যম, যা মুসলমানদের দ্বীনের উপর আমল করা শেখায়, গুনাহ থেকে বাঁচায় এবং নতুন প্রজন্মকে আমলী ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করে। যে ব্যক্তি দ্বীনি পরিবেশ গ্রহণ করবে, নেককারদের সাহচর্য গ্রহণ করবে এবং কুরআন ও সুন্নাত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করবে, তবে আল্লাহ পাক তার জন্য কল্যাণ ও সফলতার দরজা খুলে দিবেন। সুতরাং আমাদের উচিত, আমরা নিজেরাও দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত থাকি এবং আমাদের পরিবার ও আগামী প্রজন্মকেও এমন পবিত্র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত রাখি, যাতে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে সফলতা নসীব হয়।

আমলের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করুন

মাওলানা মুহাম্মদ নাসির জামাল আত্তারী মাদানী

জীবন যত ভারসাম্যপূর্ণ (Balanced) হয় তত আনন্দদায়ক হয়, এজন্যই ইসলাম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে। যেমনটি আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ، فَوَاللّٰهِ لَا يَمَلُّ اللّٰهُ حَتّٰى تَمَلُّوا، وَكَانَ اَحَبَّ الدِّيْنِ اِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهٗ

অনুবাদ: তোমাদের উপর আমল ততটুকুই, যা করার তোমাদের সামর্থ্য রয়েছে। আল্লাহর কসম! আল্লাহ পাক (আমলের সাওয়াব প্রদান করা থেকে) বিরত হন না, যতক্ষণ না তোমরা আমল করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ো। আর আল্লাহ পাকের নিকট প্রিয় আমল তাই, যার উপর আমলকারী ধারাবাহিকতা বজায় রাখে।

(বুখারী, ১/২৮, হাদীস ৪৩)

হাদীসের প্রেক্ষাপট:

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট হযরত আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا একবার জনৈক সাহাবীয়া হযরত হাওলা বিনতে তুওয়াইত رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا এর আলোচনা করলেন যে, লোকেরা বলে তিনি সারারাত ঘুমান না। তখন (এক বর্ণনা অনুযায়ী) প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: ততটুকু আমল করো যতটুকু সহজে করতে পারো। আল্লাহর কসম! আল্লাহ পাক সাওয়াব প্রদান করা থেকে বিরত হন না কিন্তু তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়বে।

(মুসলিম, পৃষ্ঠা ২০৮, হাদীস ১৮৩৩)

হাদীসের উদ্দেশ্য:

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজ উম্মতের প্রতি দয়া ও নম্রতা প্রদর্শন করে সেই কাজ করার কথা বলেছেন, যা সর্বদা করা সম্ভব হয়, নফস সজীবতা ও আনন্দ অনুভব করে, অন্তর প্রশস্ততা অনুভব করে। এভাবে ইবাদতে স্থায়ী উপস্থিতি এবং এর স্বাদ পাওয়া সহজ হয়ে যায়। (আত তালখিচুন নববী, ১/৬৯৬)

ইমাম কুরানী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এই হাদীসে মুবারাকার ব্যাখ্যায় লিখেন: যেকোনো আমল সীমার চেয়ে বেশি করা বিরক্তির কারণ হয় এবং যে আমল বিরক্তির সাথে করা হয় তার উপর

সাওয়াব পাওয়া যায় না। (আল কাউসারুল জারী, ১/১০৯) সুতরাং নফল ইবাদতসমূহে সঠিক পরিমাণ এবং নিজের শক্তি ও সামর্থ্যের খেয়াল রাখা জরুরি, যাতে ইবাদত চলাকালীন মেজাজে সজীবতা বজায় থাকে, অন্তরও যেন বিরক্ত না হয় এবং সেই ইবাদত আদায়ের ধারাবাহিকতাও যেন না ছুটে।

নববী প্রশিক্ষণের পদ্ধতি:

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিছু সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে কখনো কোনো ইবাদত খুব বেশি পরিমাণে করতে নিষেধ করেছেন এবং কাউকে এর অনুমতি ও উৎসাহ দিয়েছেন। আসলে মোটকথা হলো; রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেই ব্যক্তির মাঝে এটি লক্ষ্য করেছেন যে, তার জন্য এটি সর্বদা আমল করা কঠিন হবে এবং তিনি কষ্টে পড়ে যাবেন, তাঁকে নিষেধ করেছেন। আর যাঁদের ব্যাপারে এই নিশ্চয়তা ছিল যে, তাঁরা অধিক ইবাদতের শক্তিও রাখেন এবং সর্বদা করলে কোনো সমস্যায় পড়বেন না আর এর ফলে অন্যদের হকও নষ্ট হবে না, তাঁদের অনুমতি প্রদান করেছেন। আউলিয়ায়ে কিরাম এই নববী প্রশিক্ষণকে সামনে রেখেই ইবাদত করেন এবং এর আলোকেই নিজের মুরিদদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

মধ্যপন্থা অবলম্বনের চারটি মূলনীতি:

সেই নৌকাই গন্তব্যে পৌঁছায় যা নিজের ভারসাম্য বজায় রেখে গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যায়। জীবনের নৌকার অবস্থাও এমন। সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ভারসাম্য ও মধ্যপন্থার প্রয়োজন হয়। নিজের মাঝে মধ্যপন্থা সৃষ্টি করার জন্য এই পয়েন্টগুলোর (Points) উপর আমল করুন:

(১) যেকোনো কাজের আগে নিজেকে যাচাই করে নিন:

‘নিয়ত’ হলো ঐ যন্ত্র (Tool) যার সাহায্যে আমরা এটি জানতে পারি যে, আমরা এই কাজটি কেন করছি। সুতরাং ইসলাম নিয়ত বিশুদ্ধ করার অনেক গুরুত্ব বর্ণনা করেছে। নিয়তের মাধ্যমে আপনি নিজে থেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে, আমার এই আমলটি কি খাঁটি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য, নাকি এতে লোক দেখানো উদ্দেশ্য? আমার এটি করা কি উপকারী হবে না ক্ষতিকর? ইত্যাদি। কাজ ছোট হোক বা বড়; তাতে মধ্যপন্থা বজায় রাখার জন্য নিয়ত বিশুদ্ধ করা খুবই জরুরি।

(২) সুশৃঙ্খল জীবন যাপনের অভ্যাস গড়ে তুলুন:

যদি আমরা আমাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করি, তবে আমাদের পেরেশানির মূল কারণ জীবনে বিশৃঙ্খলা সাব্যস্ত হবে। আসলে এই বিশৃঙ্খলা অলসতা ও উদাসিনতা, বেপরোয়া ভাব এবং আজ না কাল করার অভ্যাসের ফল। এভাবে সকালের কাজ সন্ধ্যা পর্যন্ত পিছিয়ে বা সন্ধ্যার কাজ সকালে পিছিয়ে আমরা আমাদের জীবন বিশৃঙ্খল করে দিই। আর এই অগোছালো জীবন দুনিয়া ও আখিরাতে মহান ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

যদি আপনি নিজের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে চান তবে নিজের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড সুশৃঙ্খল করুন। জীবন সুশৃঙ্খলভাবে কাটছে কি না; এই বিষয়টি পর্যালোচনা করার জন্য দাওয়াতে ইসলামী 'নেক আমল' নামক পুস্তিকা প্রকাশ করেছে এবং Neik Amaal নামে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনও বিদ্যমান রয়েছে। যার সাহায্যে নিজের ডেইলি রুটিন পর্যালোচনা করে অগোছালো জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে পারেন। যা কিছু আপনি জানেন তা অভ্যাসে পরিণত করতে পারেন, যেসব বিষয়ে জানা জরুরি তার ইলম অর্জন করতে পারেন এবং দৈনিক, মাসিক ও বাৎসরিক হিসেবে নিজের নিঃশ্বাসগুলোর হিসাব করতে পারেন। আমার পরামর্শ হলো; আপনারা প্রতিদিন 'নেক আমল' এর পুস্তিকা পূরণ করে প্রতি মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে আপনার এলাকার যিম্মাদারের কাছে জমা দেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। কিছুদিন পর আপনি নিজেই অনুভব করবেন যে, নেক আমলের উপর আমলের বরকতে আপনার জীবন সুশৃঙ্খল হওয়ার কারণে অনেক বেশি শান্তিতে অতিবাহিত হচ্ছে।

(৩) সময়ের গুরুত্ব বুঝুন:

কোথাও আসা-যাওয়া, কথাবার্তা বলা বা সাক্ষাৎ ও দাওয়াত ইত্যাদিতে সময়ের গুরুত্ব না দিয়ে মধ্যপন্থা থেকে বিচ্যুত হওয়ার দৃশ্য অতি সাধারণ। সুতরাং যারা সময়ের গুরুত্ব দেয় না, তাদের জীবন অত্যন্ত ভারসাম্যহীন হয়ে যায়। বরং কখনো কখনো অলসতা ও উদাসিনতার কারণে অপচয় করা সময় অনেক বড় আর্থিক ও শারীরিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং সময়ের গুরুত্ব দিয়ে নিজেকে সময়ের নিয়মানুবর্তী বানান। এর বরকতে আপনার জীবনে অনেক সহজতা সৃষ্টি হবে এবং সময় হিফাযতের ক্ষেত্রে সতর্কতা আখিরাতের বিচারেও আপনার জন্য অত্যন্ত উপকারী সাব্যস্ত হবে।

(৪) শুধু নেককারদের সাহচর্য গ্রহণ করুন:

ভারসাম্যহীনতা ও পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সবচাইতে বেশি মন্দ সাহচর্যের ভূমিকা থাকে। কখনো কখনো লোকলজ্জার খাতিরে প্রচুর সম্পদ খরচ করে বান্দা অভাবী হয়ে যায় এবং কখনো বিভিন্ন ধরণের গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। নেককারদের সাহচর্য গ্রহণ করার মাধ্যমে যেমন ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা, যুহদ ও অল্পে তুষ্টির মতো গুণাবলী সৃষ্টি হয়, তেমনই মন্দ সাহচর্য চরিত্র ও আমলে বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একইভাবে মিতব্যয়িতার উপর অবিচলতা থাকার ক্ষেত্রেও নেক সাহচর্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সুতরাং নিজের কার্যাবলীতে মিতব্যয়িতা সৃষ্টির জন্য উত্তম সাহচর্য গ্রহণ করুন।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে মধ্যপন্থার নেয়ামত দান করে নিজের সন্তুষ্টির কাজ আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে করার তাওফীক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সর্বশেষ নবীর অনন্য মুজিযা

কিন্তু সে তো জাহান্নামী

মাওলানা সৈয়দ ইমরান আখতার আত্তারী মাদানী

আমাদের প্রিয় আক্বা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে ভবিষ্যতের পরিস্থিতি ও ঘটনাবলী দেখে নিতেন, এমনকি তিনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মানুষের লুকিয়ে রাখা কুফর ও নিফাক সম্পর্কেও জেনে নিতেন। যেভাবে একটি যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের বাহিনীর পর্যবেক্ষণ করলেন এবং কাফেররা তাদের বাহিনীর। ইসলামী বাহিনীতে এমন এক ব্যক্তি ছিল যে বিচ্ছিন্ন এবং পলায়ণরত মুশরিকদের জীবিত ছাড়ত না বরং তাদের পিছু ধাওয়া করে তাদের মেরে ফেলত। সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বললেন যে, আজ আমাদের মধ্যে কেউ সেই ব্যক্তির মতো বীরত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেয়নি। রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিন্তু সে তো জাহান্নামী। একজন মুসলমান বললেন: আমি তার সাথে থাকব (অর্থাৎ তার খোঁজ নেব)। সেই ব্যক্তির বর্ণনা হলো যে, আমি তার পিছু ধাওয়া করতে থাকলাম; সে যেখানে থামত আমিও থেমে যেতাম এবং সে দ্রুত চললে আমিও দ্রুত চলতাম। তিনি জানালেন যে, সেই ব্যক্তির গভীর ক্ষত হলে তো সে দ্রুত মৃত্যু পাওয়ার জন্য তলোয়ারের হাতল জমিনের উপর এবং এর অগ্রভাগ নিজের বুকের উপর রেখে নিজের সমস্ত ভর তলোয়ারের উপর দিয়ে আত্মহত্যা করল। (এই পুরো বিষয়টি প্রত্যক্ষকারী) সেই ব্যক্তি প্রিয় নবী রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং বলতে লাগলেন যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি প্রকৃতপক্ষে আপনি আল্লাহ পাকের সত্য রাসূল। তিনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞেস করলেন: বিষয় কী? তিনি আরয করলেন যে, আপনি এইমাত্র যে ব্যক্তির ব্যাপারে ইরশাদ করলেন যে, সে

জাহান্নামী, তো মানুষের নিকট এই বিষয়টি খুব অপরিচিত মনে হয়েছিল। আমি তাদের বলেছিলাম যে, আমি তোমাদেরকে এর হাকীকত সম্পর্কে জানাব। তো আমি তার খোঁজে বের হলাম এবং দেখলাম যে, সে গুরুতর আহত হলো, এরপর সে মরতে জলদি করল অর্থাৎ নিজের তলোয়ারের হাতল জমিনের উপর রাখল এবং অগ্রভাগ নিজের বুকের সাথে লাগিয়ে এর উপর নিজের ভর দিয়ে আত্মহত্যা করল।

(দেখুন: বুখারী, ২/২৮১, হাদীস: ২৮৯৮)

এই ব্যক্তির নাম ছিল কুযমান এবং সে মুনাফিক ছিল। এই ঘটনাটি খায়বার বা উহুদ যুদ্ধের, যাতে প্রথমে তো এই ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেনি কিন্তু যখন নারীরা তাকে ভীরুতার জন্য লজ্জিত করে বলল যে, তুমি তো পুরুষ হয়েও নারী, তখন সে দ্বীনের উচ্চতার খাতিরে নয় বরং শুধু নিজের সম্মান বাঁচানোর জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল। যেভাবে হযরত ক্বাতাদাহ বিন নুমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সামনে সে নিজেই নিজের মুখে এই বিষয়টি প্রকাশ করেছিল যে, আমি দ্বীনের জন্য নয় বরং নিজের সম্মান বাঁচানোর জন্য জিহাদ করেছি।

(দেখুন: উমদাতুল ক্বারী, ১০/২১৮, ২৮৯৮ নং হাদীসের পাদটিকা)

একটু চিন্তা করুন! যেই ব্যক্তির প্রচেষ্টাকে সাহাবায়ে কেরাম মহান দ্বীনি কৃতিত্ব মনে করছিলেন, রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর তার মুনাফেকী সম্পর্কে অবগত হওয়া নিশ্চয়ই এক মহান মুজিযা। এই মুজিযা থেকে কয়েকটি বিষয় শেখার আছে:

- ✯ কারো প্রশংসনীয় কাজকে সাধুবাদ জানানো এবং উৎসাহ প্রদান করা ভালো কাজ বরং সাহাবাদের সুন্নাত।
- ✯ কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে বা কোনো বিষয়ে যদি মানুষ ভুল ধারণার শিকার হয় তবে তাদের ভুল ধারণা দূর করে দেওয়া উচিত, কিন্তু শরীয়তের সীমানার ভেতরে থেকে।
- ✯ অন্যদের ধোঁকা দেওয়া এবং ধোঁকায় রাখা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য।
- ✯ বুযুর্গদের কথার সত্যায়ন ও সমর্থন অন্বেষণ করায় কোনো ক্ষতি নেই।
- ✯ জীবনের কষ্ট ও পরীক্ষা থেকে মুক্তির জন্য আত্মহত্যা করা ভীরুতা এবং আখিরাতের বিপদ ও আযাবের কারণও।
- ✯ আমাদের আল্লাহর গোপন ফয়সালা থেকে ভয় পাওয়া এবং দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপত্তার প্রার্থনা করা উচিত।
- ✯ মাঝে মাঝে আল্লাহ পাক দ্বীনের কাজ ফাসিক ও পাপিষ্ঠ ব্যক্তির মাধ্যমেও নিয়ে নেন।

নোট: মনে রাখবেন যে, নিজেকে কষ্ট দেওয়া বা প্রাণে মেরে ফেলা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার কাজ।

মাদানী মুযাকারার প্রশ্নোত্তর

(১) কালো জিহ্বাওয়ালার বদদোয়া

প্রশ্ন: কিছু লোক বলে যে, কালো জিহ্বাওয়ালার বদদোয়া খুব লাগে, এই বিষয়টি কি সঠিক?

উত্তর: আমি এখনো পর্যন্ত কারো কালো জিহ্বা দেখিনি, জিহ্বা তো লাল হয়। বদদোয়া লাগার যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, তা হলো মজলুমের দোয়া এবং বদদোয়া উভয়ই কবুল হয়, এখন মজলুম জানোয়ার হোক বা অমুসলিম, বদদোয়া তো তাদেরও লাগে। (দেখুন: মিরকাতুল মাফাতীহ, ৫/২৪, ২২৪৯ নং হাদীসের পাদটিকা। মিরাআতুল মানাজিহ, ৩/৩০০) এতে কালো এবং লাল জিহ্বার কোনো আলোচনাই নেই। মানুষ এই ধরণের কথাবার্তা নিজেদের পক্ষ থেকে বলতে থাকে অথচ কোনো পুরুষ বা নারীকে বলা যে, 'তোমার জিহ্বা কালো, তোমার বদদোয়া লাগে অথবা তুমি আমাকে বদদোয়া দিয়েছ বলেই আমার ক্ষতি হয়েছে'; তবে এখানে মন ভাঙার পরিস্থিতি হতে পারে। এটিও হতে পারে যে, কেউ নিজের পক্ষ থেকে চাতুরী দেখিয়ে বললো যে, 'আমি অমুককে বদদোয়া দিয়েছি তো তার ক্ষতি হয়ে গেছে, অমুক আমাকে কষ্ট দিয়েছে তো তার এমন হয়েছে।' এমন অহংকারী কথা বলাও খুব বিপজ্জনক, সুতরাং এই ধরণের কথা বলা থেকে বেঁচে থাকা উচিত।

(মাদানী মুযাকারা, ৮ শাবানুল মুয়াযযাম ১৪৪০ হিজরী)

(২) প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহা এবং সূরা ইখলাস পড়া কেমন?

প্রশ্ন: আমি কুরআন শরীফ পড়া ব্যক্তি নই, আমি শুধু আলহামদু শরীফ এবং قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَد জানি, আমার নামায কি হয়ে যাবে?

উত্তর: যদি অন্য কোনো সূরা মুখস্থ না থাকে এবং নামাযের প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহা এবং সূরা ইখলাসই পড়েন তবে কোনো সমস্যা নেই, নামায হয়ে যাবে। আরও সূরা মুখস্থ করার চেষ্টা করতে থাকুন। (মাদানী মুযাকারা, ১৮ শাবান শরীফ ১৪৪১ হিজরী)

(৩) কোনো কিছু বিক্রির ক্ষেত্রে কত লাভ রাখবেন?

প্রশ্ন: আমি কাপড়ের কাজ শুরু করেছি, তো এতে কি ৫০০ টাকা লাভ রাখতে পারি?

উত্তর: প্রশ্নে কিছুটা ব্যাখ্যার অভাব রয়েছে, তবে যত টাকাতেই কাপড় বিক্রি করুন, তা জায়িয; কিন্তু মিথ্যা বলবেন না এবং ধোঁকা দিবেন না। তাছাড়া আমার পরামর্শ হলো; তা এতো দামেও বিক্রি করবেন না, যাতে আপনার মুসলমান ভাই কষ্টে পড়ে যান। কাপড়ের যা বাস্তব মূল্য হয় তা নিন; কেননা মুসলমানের সাথে কল্যাণকামিতা করা এবং তার ভালো চাওয়া সাওয়াবের কাজ।

(মাদানী মুযাকারা, ৬ রবিউল আউয়াল শরীফ ১৪৪২ হিজরী)

(৪) আযানের সময় কানে আঙুল দেওয়া

প্রশ্ন: আযানের সময় কানে আঙুল কেন দেওয়া হয়?

উত্তর: আগে মাইক ইত্যাদি ছিল না, তাই উঁচু জায়গায় বা মিনারে দাঁড়িয়ে কানের ছিদ্রে আঙুল দিয়ে আযান দেওয়া হতো, যাতে দূর দূরান্ত পর্যন্ত আযানের আওয়াজ যায়। বাহারে শরীয়তে রয়েছে: আযান দেওয়ার সময় কানের ছিদ্রে আঙুল দিয়ে রাখা মুস্তাহাব এবং যদি উভয় হাত কানের উপর রেখে নেয় তবুও ভালো। আর প্রথমটিই উত্তম (অর্থাৎ উভয় কানের ছিদ্রে আঙুল দিয়ে রাখা বেশি ভালো) কারণ এটি হাদীসে পাকের নির্দেশ অনুযায়ী এবং আওয়াজ উঁচু হওয়ার ক্ষেত্রে এটি বেশি সাহায্যকারী। কান যখন বন্ধ হয় তখন মানুষ মনে করে আওয়াজ এখনো পূর্ণ হয়নি, সে আরও বেশি উঁচু করে। (বাহারে শরীয়ত, ১/৪৭০। মাদানী মুযাকারা, ৭ যিলকাদ ১৪৪৪ হিজরী)

(৫) স্ত্রী কি তার স্বামীর মৃতদেহকে গোসল দিতে পারে?

প্রশ্ন: অসিয়তের উপর আমল করে স্ত্রী কি তার স্বামীকে গোসল দিতে পারবে?

উত্তর: বাহারে শরীয়ত, প্রথম খণ্ডের ৮১২ পৃষ্ঠায় রয়েছে: নারী তার স্বামীকে গোসল দিতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুর আগে বা পরে এমন কোনো বিষয় না ঘটে, যাতে সে তার বিবাহ থেকে বের হয়ে যায়। যেমন; স্বামীর সন্তান বা বাবাকে কামভাবের সাথে স্পর্শ করা বা চুম্বন করা অথবা مَعَاذَ اللّٰه মুরতাদ হয়ে যাওয়া, যদিও গোসলের আগেই পুনরায় মুসলমান হয়ে যায়; কারণ তাদের বিবাহ বাতিল হয়ে গেছে এবং সে

অপরিচিতা হয়ে গেছে, সুতরাং গোসল দিতে পারবে না। (মাদানী মুযাকারা, ৩ মুহাররমুল হারাম ১৪৪১ হিজরী)

(৬) আকীকায় দুই বছরের ছাগল জবাই করা কেমন?

প্রশ্নঃ আমাদের ঘরে দুই বছরের দুটি ছাগল আছে, এগুলো কি আকীকায় ব্যবহার করতে পারব?

উত্তরঃ জ্বি হ্যাঁ! করতে পারবেন, যদি এগুলোতে এমন কোনো ত্রুটি না থাকে, যা কুরবানীর জন্য প্রতিবন্ধক হয়। (মাদানী মুযাকারা, তারাবীর নামাযের পর, ২০ রমযানুল মুবারক ১৪৪১ হিজরী)

(৭) মসজিদের গাছের কাঠ কাটা

প্রশ্নঃ আমাদের মসজিদে গাছ আছে এবং সেই গাছগুলো কাটা হয়েছে, এগুলোর কাঠ কি বিক্রি করতে পারব?

উত্তরঃ মসজিদের গাছ কোনো প্রয়োজনে কেটে দেওয়া হয়েছে[১] তো কাঠ মসজিদেরই, বিক্রি করে এর টাকা মসজিদেই খরচ করবে। (মাদানী মুযাকারা, তারাবীর নামাযের পর, ২০ রমযানুল মুবারক ১৪৪১ হিজরী)

(৮) অযু করার সময় নাক পরিষ্কার করা কি জরুরি?

প্রশ্নঃ অযু করার সময় নাকে পানি দেওয়া এবং কনিষ্ঠ আঙুল দিয়ে নাকের ভেতরের অংশ পরিষ্কার করা কি জরুরি?

উত্তরঃ অযু করার সময় নাকে পানি পৌঁছানো সুন্নাত এবং নাকে আঙুল দিয়ে নাক পরিষ্কার করা মুস্তাহাব অর্থাৎ সাওয়াবের কাজ। (দেখুনঃ বাহারে শরীয়ত, ১/২৯৫, ২৯৭। মাদানী মুযাকারা, ৩০ যিলকাদ ১৪৪১ হিজরী)

---

১. ওয়াকফের গাছ যদি ফলদায়ক হয় তবে যতক্ষণ সজীব আছে তা কাটা ও বিক্রি করা নাজায়িয; আর পড়ে গেলে বা শুকিয়ে গেলে জায়িয, যাতে কাঠ বিক্রি করে ওয়াকফের খাতে ব্যয় করা যায়। এমনকি যদি কোনো ফলদার গাছ অর্ধেক শুকিয়ে যায় এবং অর্ধেক ব্যবহারের যোগ্য হয় তবে সেই অর্ধেক শুকনো অংশ বিক্রি করা জায়িয, বাকিটা নিষিদ্ধ। মুতাওয়াল্লী যদি সজীব গাছ কেটে বিক্রি করে, তবে সে খেয়ানতকারী এবং তাকে মুতাওয়াল্লী পদ থেকে বহিষ্কার করা হবে। হ্যাঁ, যেসব গাছ ফল দেয় না বরং সেগুলোর ব্যবহারই এমন যে, সেগুলো বিক্রি করে টাকা নেয়া হয়, সেগুলোর সজীব বা শুকনো সব ধরণের বিক্রিই জায়িয। (ফাতাওয়ায়ে রযভীয়া, ১৬/২৭৭)

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত

মুফতী মুহাম্মদ হাশিম খান আত্তারী মাদানী

(১) ওলিমায় পশু জবাই করা কি জরুরি?

প্রশ্ন: এই মাসয়ালা সম্পর্কে ওলামায়ে কিরাম কী বলেন যে, আকীকার মতো কি ওলিমায়ও পশু জবাই করা জরুরি; নাকি পশু জবাই করা ছাড়া অন্যান্য খাবারের মাধ্যমেও ওলিমার সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে? আর হাদীসে পাকে যে ইরশাদ হয়েছে: “ওলিমো করো, যদিও একটি ছাগল দিয়েই হোক”; এটি কি ওলিমায় পশু জবাই করা জরুরি হওয়ার প্রমাণ দেয় না? এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যাও প্রদান করুন।

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَھَّابِ اَللّٰھُمَّ ھِدَایَۃَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

ওলিমায় পশু জবাই করা বা মাংস দিয়েই দাওয়াত করা জরুরি নয়, বরং যেকোনো খাবারের বস্তু দিয়ে ওলিমা করা যাবে। স্বয়ং রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের একাধিক সম্মানিতা বিবিদের ওলিমায় পশু জবাই করেননি, বরং যেই খাবারের বস্তুগুলো সেই সময় সহজলভ্য ছিল, সেগুলো দিয়েই ওলিমার দাওয়াত দিয়েছেন। একইভাবে হযরত মওলা আলীয়্যুল মুরতাযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর ওলিমাও পশু জবাই করা ছাড়া সাধারণ খাবারের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছিল।

বাকি থাকলো; হাদীসে পাকে যে ইরশাদ এসেছে: “ওলিমা করো, যদিও একটি ছাগল দিয়েই হোক”; তো এতে ছাগলের উল্লেখ ওয়াজিব হিসেবে নয়, বরং এই বাণী যেহেতু নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের প্রিয় সাহাবী হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কে উদ্দেশ্য করে করেছিলেন, তাই এটি ছিল তাঁর স্বচ্ছলতা ও আর্থিক সামর্থ্যের নিরিখে; কারণ তিনি ছাগল জবাই করার ক্ষমতা রাখতেন এবং এটি তাঁর জন্য কষ্টকর ছিল না। এই কারণেই ওলামায়ে কেরাম বলেন যে, ওলিমা স্বামীর আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী করা মুস্তাহাব। তাছাড়া সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য বিশেষভাবে মাংস দিয়ে দাওয়াত করা মুস্তাহাব।

وَاللّٰہُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُہٗ اَعْلَم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

(২) কবরের উপর আর্টিফিশিয়াল (কৃত্রিম) ফুল এবং মালা ইত্যাদি দেওয়া কেমন?

প্রশ্ন: এই মাসয়ালা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম কী বলেন যে, দুই ঈদ এবং শবে বরাত ইত্যাদির সময় কিছু মানুষ নিজেদের মরহুমদের কবরের উপর কৃত্রিম ফুল ও মালা ইত্যাদি দেয়; এগুলো কি কবরের উপর দেওয়া যাবে?

নোট: এই কৃত্রিম ফুল ও মালাগুলো কবরের উপর পড়ে থেকে নষ্ট ও অকেজো হয়ে যায় এবং পরে এগুলো আবর্জনায় ফেলে দেওয়া হয়।

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَھَّابِ اَللّٰھُمَّ ھِدَایَۃَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

সাধারণ মুমিনদের কবরের উপর কৃত্রিম ফুল ও মালা ইত্যাদি দেওয়া জায়িয নয়। কারণ এর দ্বারা উদ্দেশ্য সাজসজ্জা করা, অথচ কবর সাজসজ্জার জায়গা নয়। তাছাড়া এটি অপচয়; কেননা অপচয় ও অপব্যয়ের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা হলো; "অন্যায়মূরক বা অহেতুক পথে ব্যয় করা হলো অপচয়।" অন্যায়মূলক ব্যয়ের একটি অবস্থা হলো; সম্পদ গুনাহের কাজে খরচ করা এবং অন্যায়মূলক ব্যয়ের দ্বিতীয় অবস্থা হলো; কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই সম্পদ খরচ করা, যাতে সম্পদ নিছক নষ্ট হয়ে যায়। আর আরয করা প্রশ্নেও এই সম্পদ অহেতুক ব্যয় করা হচ্ছে এবং পরবর্তীতে এই ফুল ও মালাগুলোর অপচয় ঘটে। এছাড়া পবিত্র শরীয়তে এর কোনো ভিত্তি নেই। সুতরাং এগুলোর পরিবর্তে তাজা ফুল কবরের উপর দিন; কারণ যতক্ষণ সেগুলো সজীব থাকে ততক্ষণ আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠ করে, যার ফলে মৃত ব্যক্তি প্রশান্তি লাভ করে এবং আল্লাহ পাকের রহমত অবতীর্ণ হয়।

وَاللهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৩) কুড়িয়ে পাওয়া টাকা গরিব সৈয়দজাদাকে দেওয়া কেমন?

প্রশ্ন: এই মাসয়ালা সম্পর্কে ওলামায়ে কিরাম কী বলেন যে, যায়েদের কাছে কুড়িয়ে পাওয়া কিছু টাকা রয়েছে, যার পরিমাণ ৪৬৫০ টাকা। এই টাকা সে তার দোকানের বাইরে কুড়িয়ে পেয়েছিল। সে এই টাকা মালিককে ফিরিয়ে দেওয়ার নিয়তে নিয়েছিল এবং সে মালিকের সন্ধান করেছে; অর্থাৎ নিজের দোকানে থাকা কর্মচারী, কাস্টমার এবং প্রতিবেশী দোকানদারদের জিজ্ঞাসা করেছে কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরও সেই টাকার মালিক পাওয়া যায়নি। আর মালিককে খুঁজতে খুঁজতে প্রায় আড়াই মাস পার হয়ে গেছে। এখন তার প্রবল ধারণা জন্মেছে যে, মালিক হয়তো এখন আর তার টাকা খুঁজবে না। যায়েদ এই টাকা সদকা করতে চায়। তার দোকানে একজন গরিব সৈয়দ সাহেব চাকরি করেন; তো যায়েদ কি এই টাকা সেই গরিব সৈয়দজাদাকে দিতে পারবে?

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

বর্ণিত অবস্থায় যায়েদ তার দোকানের বাইরে কুড়িয়ে পাওয়া টাকা গরিব সৈয়দজাদাকে দিতে পারবে।

এই মাসয়ালার বিস্তারিত বিবরণ হলো; যখন কোনো ব্যক্তি কুড়িয়ে পাওয়া কোনো বস্তু মালিকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নিয়ত ও সংকল্পে কুড়িয়ে নেয়, তখন তার উপর আবশ্যক হয় যে, সে মালিককে ততক্ষণ পর্যন্ত খুঁজবে যতক্ষণ তার প্রবল ধারণা হয় যে, এখন মালিক আর তার জিনিস খুঁজবে না। আর মালিক না পাওয়া গেলে তার সুযোগ থাকে যে, সে চাইলে জিনিসটি মালিকের কাছে পৌঁছানোর সংকল্পে হেফাযতে রেখে দিবে অথবা সেই জিনিসটি যেকোনো নেক কাজে খরচ করে দিবে। এমন জিনিসকে ওয়াজিব সদকার মতো কোনো সৈয়দ নয়, হাশেমী নয় এমন শরয়ী ফকিরকে সদকা করা ওয়াজিব হয় না; এই

কারণেই মালিক না পাওয়া গেলে সেই জিনিস মসজিদ ও মাদরাসা ইত্যাদিতেও খরচ করা যাবে। সুতরাং যায়েদ কুড়িয়ে পাওয়া উল্লেখিত টাকা গরিব সৈয়দজাদাকে দিতে পারবে; কারণ কোনো সৈয়দজাদাকে সাহায্য করা কল্যাণের খাতেই খরচ করা গণ্য হয়।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

(৪) টেক্সট মেসেজের সালামের উত্তর কি লিখে দেওয়া আবশ্যক?

প্রশ্ন: এই মাসয়ালা সম্পর্কে ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতীয়ানে শরয়ে মতীন কী বলেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে টেক্সট মেসেজের মাধ্যমে আরবী বা বাংলা লিপিতে "আসসালামু আলাইকুম" লিখে পাঠায়, তবে কি তার উত্তর লিখিতভাবে "ওয়ালাইকুমুস সালাম" লিখে দেওয়া শরয়ীভাবে আবশ্যক?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

লিখিতভাবে পাওয়া সালামের উত্তর লিখিতভাবেই দেওয়া ওয়াজিব নয়, বরং মৌখিকভাবেও দেওয়া যাবে; এর মাধ্যমেও উত্তর দেওয়ার ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু উত্তর যেন জলদি দেওয়া হয়, কারণ সালামের উত্তরে বিলম্ব করার অনুমতি নেই। সুতরাং উত্তম হলো যে, যখনই কারো সালাম আসবে, সাথেসাথেই মুখে সালামের উত্তর দিয়ে দিবে, যাতে বিলম্বের কারণে গুনাহগার না হয় এবং এরপর টেক্সট মেসেজের উত্তর দেওয়ার সময়ও সালামের উত্তর দিয়ে দেওয়া উচিত, যাতে সেই ব্যক্তি কোনো কুধারণার শিকার না হয়।

নোট: যেভাবে সরাসরি করা সালামেও শুধু সালামে তাহিয়ত (অর্থাৎ যা মূলত দেখা-সাক্ষাতের জন্য আগতরা করে থাকে, নিজের অন্য কোনো কাজের জন্য আসেনি) এর উত্তর দেওয়া আবশ্যক হয়; একইভাবে লিখিত সালামের উত্তর আবশ্যক হওয়ার জন্য তা সালামে তাহিয়ত হওয়া জরুরি। সালামে তাহিয়ত ছাড়া সালামের উত্তর দেওয়া না দেওয়ার সুযোগ রয়েঝে।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ইমাম হোসাইনের শিক্ষা এবং এর সমসাময়িক গুরুত্ব (দ্বিতীয় ও শেষ পর্ব)

মাওলানা আবুল হাসান আত্তারী মাদানী

পূর্ব প্রকাশিতের পর

(৪) দানশীলতা ও বদান্যতা - সরদার হওয়ার শর্ত

"যে দানশীলতা করে সে সরদার হয় এবং যে কৃপণতা করে সে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হয়। অধিক দানশীল সেই ব্যক্তি, যে ঐ ব্যক্তির প্রতি দানশীলতা প্রদর্শন করে, যে তার নিকট কোনো প্রত্যাশা রাখে না।"

আজ পরিস্থিতি এমন যে, আমাদের কত প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে অথচ আমরা ফ্রিজ ভর্তি খাবার রেখেও সন্তুষ্ট হতে পারি না। আত্মীয়-স্বজন প্রয়োজনে থাকে আর আমরা হাজারো বাহানা খুঁজি। আমরা কৃপণতাকে "সঞ্চয়" এর নাম দিই। কৃপণতা আমাদের সমাজকে একটি প্রাণহীন খোসায় পরিণত করে দেয়, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি নিজের "অহংকারে" বন্দী।

আল্লাহ পাক কুরআনে পাকে ইরশাদ করেন:

وَاَنْفِقُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَیْدِیْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛۚ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করো এবং নিজেদের হাতে ধ্বংসের মধ্যে পতিত হয়োনা। (পারা: ২, সূরা: বাকারা: ১৯৫)

সম্পদ খরচ না করা নিজের জন্য ধ্বংস আর আল্লাহর পথে খরচ করা জান্নাতের জামানত; যেমনটি নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلسَّخِيُّ قَرِيْبٌ مِّنَ اللهِ، قَرِيْبٌ مِّنَ النَّاسِ، قَرِيْبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ অর্থাৎ দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, মানুষের নিকটবর্তী এবং জান্নাতের নিকটবর্তী। (তিরমিযী, ৩/৩৮৭, হাদীস: ১৯৬৮)

ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর দানশীলতার অবস্থা এমন ছিল যে, একবার জনৈক রাখালের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে ছাগল চরাচ্ছিল। সে একটি ছাগল তাঁকে উপহার হিসেবে প্রদান করল। তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি স্বাধীন নাকি গোলাম? সে আরয করল: হুযুর! আমি গোলাম। তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ছাগলটি তাকে ফিরিয়ে দিলেন। সে আরয করল: হুযুর! এটি আমার নিজস্ব ছাগল, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ছাগলটি গ্রহণ করে নিলেন। অতঃপর সেই গোলামকে ভেড়া-ছাগলসহ কিনে মুক্ত করে দিলেন এবং ভেড়া-ছাগলগুলো তাকে উপহার হিসেবে দিয়ে দিলেন।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, ১১/৬৬৫, হাদীস: ২৩৬৪২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর উত্তরাধিকার দানশীলতাকে নিজেদের জীবনের অংশ বানিয়ে নিন এবং নেকী ও মঙ্গলের কাজে প্রচুর খরচ করুন।

(৫) ক্ষমা ও মার্জনা - সামর্থ থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করা

সবচাইতে বড় বীর সেই ব্যক্তি, যে প্রতিশোধ নেয়ার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়।"

আমাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ ক্ষমা করাকে দুর্বলতা মনে করে। কেউ মন্দ কিছু বললে মাসের পর মাস, এমনকি বছরের পর বছর অন্তরে ঘৃণা পোষণ করি। আত্মীয় কোনো ভুল করলে সারা জীবন সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখি। প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া হলে তবে "যতদিন বাঁচব কথা বলব না" এমন কসম খাই। এই ঘৃণা শুধু সম্পর্কগুলোকে নষ্ট করে না বরং হৃদয়কেও বিষাক্ত করে দেয়।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۳۴﴾ۚ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং ক্রোধসংবরণকারীরা, মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনকারীরা এবং সৎ ব্যক্তিবর্গ আল্লাহর প্রিয়।

(পারা: ৪, সূরা: আলে ইমরান: ১৩৪)

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَا زَادَ اللّٰهُ عَبْداً بِعَفْوٍ اِلَّا عِزّاً অর্থাৎ ক্ষমা করে দেওয়ার কারণে আল্লাহ পাক বান্দার সম্মান বৃদ্ধি করে দেন। (মুসলিম, পৃষ্ঠা: ১০৭১, হাদীস: ৬৫৯২)

ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর চরিত্র ক্ষমা ও মার্জনার ক্ষেত্রে অতুলনীয় ছিল। কারবালার ময়দানে যখন তাঁর কাফেলার পানি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, সঙ্গী-সাথীরা শহীদ হয়েছিলেন, শিশুরা তৃষ্ণায় ছটফট করছিল; তখনো তিনি শুরুতে প্রতিটি সম্ভাব্য উপায়ে সন্ধির চেষ্টা করেছিলেন এবং শত্রুকে ক্ষমার পথ দেখিয়েছিলেন। হুর বিন এজিদ রিয়াহী যে প্রথমে তাঁকে ঘেরাও করে এনেছিলেন, যখন শেষ মুহুর্তে

তাওবা করে তাঁর দিকে আসলেন, তখন তিনি তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষমা করে দিলেন।

একবার হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর গোলামের পক্ষ থেকে এমন কোনো ভুল সংঘটিত হয়েছিল, যার কারণে তাকে শাস্তি দেওয়া জরুরি ছিল। যখন ইমাম হুসাইন তাকে সাজা দেওয়ার হুকুম দিলেন তখন গোলাম (ক্ষমা প্রার্থনা করে) এই আয়াতে মুবারাকা তিলাওয়াত করল:

وَالۡکٰظِمِیۡنَ الۡغَیۡظَ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং ক্রোধ সংবরণকারীরা। ইমাম হুসাইন বললেন: তাকে ছেড়ে দাও! (অর্থাৎ শাস্তি দিও না)। এরপর গোলাম আয়াতের দ্বিতীয় অংশ তিলাওয়াত করে বলল: হে আমার আক্বা!

وَالۡعَافِیۡنَ عَنِ النَّاسِ ؕ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনকারীরা। তিনি বললেন: আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। এরপর সে বলল: হে আমার আক্বা!

وَاللّٰہُ یُحِبُّ الۡمُحۡسِنِیۡنَ ﴿۱۳۴﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং সৎ ব্যক্তিবর্গ আল্লাহর প্রিয়।

তখন হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: যাও, তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মুক্ত এবং আমি তোমাকে আগে যত সম্পদ দিতাম এখন তার দ্বিগুণ দেব। (আত তাযকিরাতুল হামদুনিয়া, ২/১৮৭)

মনে রাখবেন! ক্ষমা করা দুর্বলতা নয় বরং সবচেয়ে বড় শক্তি। আমাদের অঙ্গীকার করা উচিত যে, যাদের প্রতি আমাদের অন্তরে ক্ষোভ আছে তাদের সাথে (সম্পর্ক স্থাপনে) আমরা উদ্যোগী হব, যারা আমাদের কষ্ট দিয়েছে তাদের ক্ষমা করে দেব; এজন্য নয় যে, তারা এর যোগ্য, বরং এজন্য যে, আমরা আল্লাহ পাক থেকে নিজেদের ক্ষমা চাই।

(৬) আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা- বিচ্ছিন্ন সম্পর্ক জোড়া লাগানো

"অত্যধিক আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী সেই ব্যক্তি, যে সম্পর্ক ছিন্নকারী আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক পুনরায় স্থাপন করে।"

আজ আমাদের পরিবারে ঝগড়া, উত্তরাধিকারের বিবাদ, ব্যক্তিগত ক্ষোভ এবং ভুল বুঝাবুঝি এতো বেশি বেড়ে গেছে যে, আপন ভাইয়েরা বছরের পর বছর দেখা করে না, বাবা-মা ছেলের সাথে সম্পর্কহীন হয়ে যায়, চাচা-ভাতিজা আদালতে লড়াই করে। ঈদের সময়ও পুরনো বিবাদগুলো মিলতে দেয় না। এটি আমাদের দ্বীনি ও সামাজিক ধ্বংসের এক বড় নিদর্শন।

আল্লাহ পাক কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَاتَّقُوا اللّٰہَ الَّذِیۡ تَسَآءَلُوۡنَ بِہٖ وَالۡاَرۡحَامَ ؕ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং আল্লাহকে ভয় করো, যার নাম নিয়ে যাঞ্চা করো আর আত্মীয়তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখো।

(পারা: ৪, সূরা: নিসা: ১)

নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "لَا یَدۡخُلُ الۡجَنَّۃَ قَاطِعٌ" অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক

ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

(বুখারী, ৪/৯৭, হাদীস: ৫৯৮৪)

ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং তাঁর নানাজানের বাণী আলোকে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা তাই যা বিচ্ছিন্ন সম্পর্ককে জুড়ে দেয়। সুতরাং আজই সিদ্ধান্ত নিন যে, আপনার এমন কোন নিকটাত্মীয় আছে যার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে আছে? তাকে ফোন করুন, দেখা করে আসুন, হাত বাড়িয়ে দিন; যদি আপনার ভুল হয় তবে ক্ষমা চান, যদি তার ভুল হয় তবে মার্জনা করুন। আল্লাহর নিকট এই আমল জান্নাত পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার মতো।

(৭) মুসলমান ভাইয়ের দুনিয়াবী বিপদ দূর করা - আখিরাতের মুক্তির মাধ্যম

"যে ব্যক্তি নিজের মুসলমান ভাইয়ের দুনিয়াবী বিপদ দূর করল, আল্লাহ পাক তার আখিরাতের বিপদ দূর করবেন। আর যে কারো উপকার করে আল্লাহ পাক তার উপকার করেন এবং উপাকারকারীরা আল্লাহর প্রিয়।"

আজ আমাদের সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের বিপদে একা দাঁড়িয়ে। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি পেরেশান, অসুস্থ ব্যক্তি চিকিৎসা করাতে পারছে না, বিধবা ঘর চালাতে পারছে না, ছাত্র ফিস দিতে পারছে না; আর আমরা অন্যদের কষ্ট সম্পর্কে উদাসীন হয়ে গেছি। এটি আমাদের সমাজের সবচাইতে বড় রূহানী ব্যাধি।

নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের দুনিয়ার বিপদসমূহের মধ্য হতে কোনো বিপদ দূর করল, আল্লাহ পাক কিয়ামতের বিপদসমূহের মধ্য হতে তার বিপদ দূর করে দিবেন। (মুসলিম, পৃষ্ঠা: ১১১০, হাদীস: ৬৮৫৩)

ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তো মুসলমানদের একজন অত্যাচারী, স্বৈরাচারী এবং দ্বীন বিরোধী শাসক "এজিদ" এর অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য নিজের প্রাণ, নিজের পরিবার এবং নিজের সঙ্গী-সাথীদের কুরবানী পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছেন। এটি ইতিহাসের সবচাইতে বড় অনুগ্রহ, যা ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য করেছেন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর এই মুবারক খুতবার সারকথা হলো যে, একজন মুসলমানের জীবন ইবাদতের পাশাপাশি চরিত্র, দানশীলতা, অনুগ্রহ, ক্ষমা, সম্পর্ক রক্ষা এবং অন্যদের কষ্ট দূর করার মতো উত্তম কাজ দ্বারাও সুশোভিত হওয়া উচিত।

ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি ভালবাসার দাবি তখনই সত্য হবে, যখন আমরা তাঁর শিক্ষাগুলোকে নিজেদের মাঝে গ্রহণ করব। তাঁর আলোচনা করা সাওয়াবের কাজ, কিন্তু তাঁর চরিত্রকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করা এর চাইতেও বড় সাওয়াব। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শিক্ষার উপর আমল করার তাওফীক দান করুক এবং তাঁর সদকায় আমাদের দুনিয়া ও আখিরাত সুন্দর করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

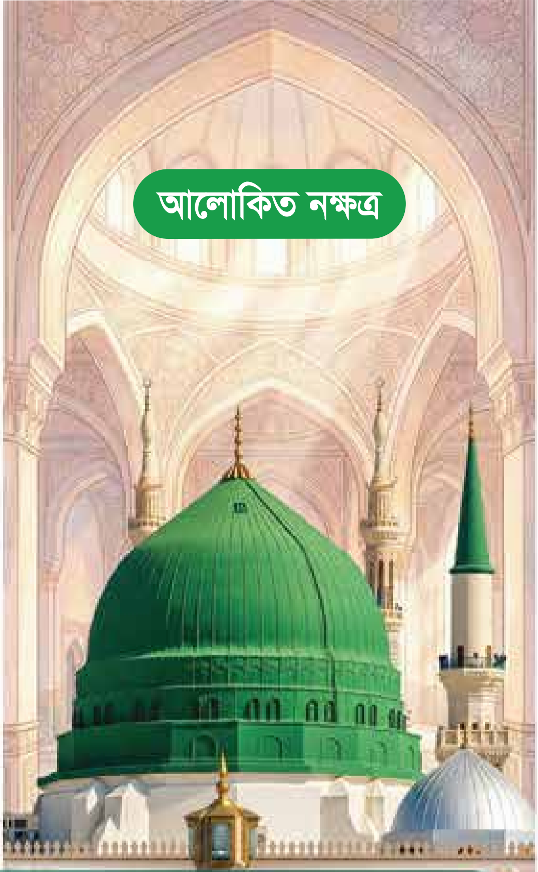

আলোকিত নক্ষত্র

হযরত সায়্যিদুনা খুবাইব বিন আদি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ

মাওলানা আদনান আহমদ আত্তারী মাদানী

৪র্থ হিজরীর সফর মাসে "ইয়াওমে রজীই" নামে একটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি ছিল এমন যে, নেকীর দাওয়াত প্রচার করার জন্য এবং অন্তরে দ্বীন ইসলামের প্রদীপ জ্বালানোর জন্য ১০ জন প্রাণোৎসর্গকারী সাহাবীর একটি ছোট্ট কাফেলা মদীনা থেকে যাত্রা করে। হুজাইল গোত্র খবর পেয়ে ২০০ তীরন্দাজের একটি দল তাঁদের পিছু নেওয়ার জন্য পাঠায়।

শত্রুদের কয়েদে

কাফেলার আমীর হযরত আসিম বিন সাবিত رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যখন পিছু ধাওয়া করার বিষয়টি অনুভব করলেন, তখন কাফেলাটিকে একটি উঁচু স্থানে নিয়ে আসলেন। তা দেখামাত্রই কাফেররা তাঁদের ঘিরে ফেলল এবং বলল: তোমরা সবাই নিজেদেরকে আমাদের হাতে সমর্পন করো, আমরা ওয়াদা করছি যে, তোমাদের হত্যা করব না। কাফেলার আমীর বললেন: আমাদের না তোমাদের ওয়াদার উপর বিশ্বাস আছে, আর না তোমাদের কসমের উপর; আমরা নিজেদেরকে তোমাদের হাতে সমর্পন করব না। তা শোনামাত্রই শত্রুরা আল্লাহর পথের এই মুসাফিরদের উপর তীরের বৃষ্টি শুরু করে দিল। কাফেলার আমীর আল্লাহর দরবারে দোয়ার জন্য হাত উঠালেন: হে আমার পরওয়ারদিগার! আমাদের এই অবস্থার খবর তোমার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছে পৌঁছে দাও। একে একে কাফেলার অংশগ্রহণকারীরা শহীদ হতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত পাপিষ্ঠরা তিন জন সাহাবীকে জীবিত গ্রেফতার করল এবং খুব মারধর করতে করতে মক্কার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। একজন সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ প্রতিরোধ করলেন এবং সাথে যেতে অস্বীকার করলেন, ফলে তাঁকে ওই মুহুর্তেই রক্তে রঞ্জিত করে দেওয়া হলো। এখন শুধু হযরত খুবাইব বিন আদি এবং হযরত যায়েদ বিন দাসিন্নাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বাকি রইলেন। মুশরিকরা এই দুই মনিষীকে মক্কা মুকাররমায় বিক্রি করে দিল।

হযরত খুবাইবকে হত্যার পরিকল্পনা

২য় হিজরীর রমযান মাস বদর যুদ্ধে হযরত খুবাইব বিন আদি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ জনৈক মুশরিক হারিস

বিন আমেরকে হত্যা করেছিলেন। তাই হারিসের ছেলেরা বাবার হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাঁকে কিনে নিল এবং বন্দী করে রাখল। এরপর তাঁকে শহীদ করার নাপাক পরিকল্পনা করতে লাগল। (দেখুন: বুখারী, ২/৩২৩, হাদীস: ৩০৪৫)

দয়ালু কয়েদী

বন্দি থাকাকালীন একদিন হযরত খুবাইব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য হারিসের মেয়ের কাছে একটি ক্ষুর চাইলেন। সে তাঁকে ক্ষুর দিয়ে দিল। এই সময়ে সে নিজের (ছোট) বাচ্চার দিক থেকে উদাসিন হয়ে গিয়েছিল। বাচ্চাটি ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে হযরত খুবাইব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কাছে পৌঁছে গেল। তিনি তাকে উঠিয়ে নিজের উরুর উপর বসালেন। হারিসের মেয়ে যখন বাচ্চাটিকে খুবাইবের কাছে দেখল, তখন সে ঘাবড়ে গেল। ঐ সময় ক্ষুরটি তাঁর হাতে ছিল। হযরত খুবাইব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: তুমি কি মনে করছ যে, আমি তোমার বাচ্চাকে হত্যা করে নিজের মনের ঝাল মেটাবো? খোদার কসম! আমি এমনটি কখনোই করব না। এরপর তিনি বাচ্চাটিকে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

(দেখুন: বুখারী, ২/৩২৩, হাদীস: ৩০৪৫)

অদৃশ্য থেকে আঙ্গুর প্রাপ্তি

মুশরিক হারিসের মেয়ে ইসলাম গ্রহণের পর বলতেন: খোদার কসম! আমি হযরত খুবাইব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে উত্তম কোনো কয়েদী দেখিনি (বন্দী অবস্থায় তাঁর পক্ষ থেকে এমন সব বিষয় দেখেছি যার কল্পনাও করা যায় না)। আমি দেখলাম একদিন তিনি কয়েদখানার কুঠুরির ভেতরে শিকলে বাধা অবস্থায় আছেন এবং এক চমৎকার আঙ্গুরের তোড়া হাতে নিয়ে খাচ্ছেন; অথচ খোদার কসম! ঐ দিনগুলোতে মক্কা মুয়াজ্জমায় কোনো ফল পাওয়া যেত না। নিঃসন্দেহে এটি তো আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে রিযিক ছিল, যা আল্লাহ পাক হযরত খুবাইবকে দান করেছিলেন।

(দেখুন: বুখারী, ২/৩২৩, হাদীস: ৩০৪৫। আল ইসাবাহ, ৮/১৫৫)

ফাঁসির মঞ্চে প্রথম সিজদা

অবশেষে হযরত খুবাইবের শাহাদাতের দিন ঘনিয়ে এল এবং তাঁকে ফাঁসির মঞ্চের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো। তখন শিশু, নারী, গোলাম ও পুরুষ; সবাই তাঁর পিছু পিছু চলছিল। দৃশ্যটি দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোনো মেলা বসেছে। (কিতাবুল মাগাযী লিল ওয়াক্বিদী, ১/৩৫৮-৩৫৯) তাঁকে ফাঁসির কাষ্ঠে দাঁড় করানো হলো। প্রত্যেকের দৃষ্টি তাঁর চেহারার উপর নিবদ্ধ ছিল, কিন্তু তিনি না জানি কোন চিন্তায় বিভোর ছিলেন। হঠাৎ মুশরিকদের সম্বোধন করে বললেন: আমাকে এতটুকু সময় দাও যাতে দুই রাকাত নামায পড়তে পারি। এরপর অত্যন্ত খুশু-খুযু, বিনয় ও নম্রতা এবং চমৎকারভাবে দ্রুত দুই রাকাত নামায আদায় করলেন এবং বললেন: মন তো চাইছিল যে, সিজদা থেকে মাথা না উঠাই, কিন্তু নামায সংক্ষিপ্ত করলাম এই কারণে যে, যেন কেউ এটা মনে না করে বসে যে, খুবাইব মৃত্যুর ভয়ে নামায দীর্ঘ করছে। (আর রওযুল উনুফ, ৩/৩৬৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই মর্দে মুজাহিদের জীবনের শেষ মুহুর্ত এবং শেষ আমলটি বারবার পড়ুন যে, মৃত্যু মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং কুফর ও শিরকের ঝড়ের মাঝেও ঈমানের প্রদীপকে সুরক্ষিত রেখেছেন। এমন কঠিন সময়ে

অন্তরে শুধু এই আকাঙ্ক্ষাই জাগছিল যে, আপন আল্লাহ পাকের দরবারে মাথা নত করি এবং তাঁর ইবাদত করি। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হলেন প্রথম ব্যক্তি, যাকে দ্বীন ইসলামের খাতিরে শুলে চড়োনো হয়। (মা'রিফাতুস সাহাবা, ২/২২১) অনুরূপভাবে শাহাদাতের সময় নামায আদায় করার সৌভাগ্যও সর্বপ্রথম তাঁরই ভাগ্যে জুটেছে। (বুখারী, ৩/৪৬, হাদীস: ৪০৮৬)

আল্লাহ পাক আমাদেরকেও তাঁর সদকায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন

ইশকে রাসূলের অতুলনীয় পরীক্ষা

এরপর ঐ জালিমরা তাঁকে খেজুরের একটি কান্ডের সাথে শক্ত করে বেঁধে ফেলল এবং বলল: ইসলাম ছেড়ে দিলে তোমার প্রাণ ভিক্ষা দেওয়া হবে। কিন্তু তিনি বললেন: আমি ইসলাম ছাড়তে পারি না, যদিও আমার কাছে পুরো পৃথিবীও হেঁটে চলে আসে। মক্কার মুশরিকরা আবার জিজ্ঞেস করল: তোমার জায়গায় তোমার নবীকে এই শাস্তি দেওয়া হলে তুমি কি তা পছন্দ করতে? রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই প্রাণোৎসর্গকারী আশিক এই উত্তর দেন যে, আল্লাহর কসম! আমি এই বিষয়কেও পছন্দ করি না যে, আমি নিজের ঘরে পরিবার-পরিজনের সাথে থাকি আর আমার আক্বা ও মওলা মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পায়ে একটি কাঁটাও বিঁধুক।

(কিতাবুল মাগাযী লিল ওয়াক্বিদী, ১/৩৬০)

সর্বশেষ দোয়া

এরপর তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দোয়া করলেন: হে আমার রব! আমার এই অবস্থার খবর তোমার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে পৌঁছে দাও এবং যা কিছু আমার সাথে হতে চলেছে, সে বিষয়ে তোমার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অবহিত করো। (কিতাবুল মাগাযী লিল ওয়াক্বিদী, ১/৩৬০) হে পরওয়ারদিগার! তুমি এই সমস্ত কাফেরদের খুঁজে খুঁজে ধ্বংস করে দাও এবং এদের মধ্য থেকে কাউকেও অবশিষ্ট রেখো না। তাঁর এই দোয়ায় মুশরিকদের মাঝে আতঙ্ক ও ত্রাস ছড়িয়ে পড়ল। কেউ জমিনে শুয়ে পড়ল, কেউ অন্যের পেছনে লুকালো, কেউ কানে আঙুল দিয়ে দৌঁড়াতে লাগল আবার কেউ গাছের আড়ালে চলে গেল। (কিতাবুল মাগাযী লিল ওয়াক্বিদী, ১/৩৫৯) এরপর বদর যুদ্ধে নিহত হওয়া মুশরিকদের সন্তানদের আনা হলো এবং তাদের হাতে বল্লম দেওয়া হলো; যারা তাঁকে বল্লম দিয়ে আঘাত করা শুরু করল। এই অবস্থায় তিনি নিজের চেহারা ক্বাবাতুল্লাহ শরীফের দিকে করলেন এবং আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা আদায় করতে লাগলেন। এরপর ধীরে ধীরে শাহাদাতের সূধা পান করতে করতে নিজের প্রাণ সমর্পন করলেন। (কিতাবুল মাগাযী লিল ওয়াক্বিদী, ১/৩৬১)

প্রিয় নবীর দরবার থেকে সালাম

হযরত খুবাইব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে যখন শুলে চড়োনো হচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর ওহীর অবস্থা তৈরি হলো। এরপর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখ থেকে এই শব্দগুলো উচ্চারিত হলো: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا خُبَيْب! হে খুবাইব! তোমার উপর সালাম। (ফতহুল বারী, ৮/৩২৭, ৪০৮৭ নং হাদীসের পাদটিকা) এরপর ইরশাদ করলেন: খুবাইবকে আজ মুশরিকরা শহীদ করে দিয়েছে, হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আমার কাছে তাঁর সালাম নিয়ে এসেছেন।

(দালায়িলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী, ৩/৩২৬)

ক্বাবার দিক থেকে মুখ ফিরল না

শাহাদাতের পর পাপিষ্ঠ কাফেররা তাঁর মুবারক চেহারাকে ক্বাবার দিক থেকে ফেরাতে চেয়েছিল কিন্তু ফেরাতে পারেনি। বারবার চেষ্টা করল কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হলো। অবশেষে মুশরিকরা তাঁর মুবারক চেহারাকে এভাবেই থাকতে দিল। (কিতাবুল মাগাযী লিল ওয়াক্বিদী, ১/৩৬১)

সুবাশিত রক্ত

কয়েক দিন পর রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে ইরশাদ করলেন: যে ব্যক্তি খুবাইবের লাশ শূল থেকে নামিয়ে নিয়ে আসবে তার জন্য জান্নাত রয়েছে। এই সুসংবাদ শুনে হযরত জুবাইর বিন আওয়াম এবং হযরত মিকদাদ বিন আসওয়াদ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا রাতে সফর করে এবং দিনে লুকিয়ে লুকিয়ে "তানয়িম" নামক স্থানে হযরত খুবাইব رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর শূলের কাছে পৌঁছে দেখলেন যে, চল্লিশ জন কাফের শূলের পাহারাদার হয়ে ঘুমিয়ে আছে। চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও লাশটি তরতাজা রয়েছে। রক্তে ভেজা উভয় হাত ক্ষতগুলোর উপর রাখা আছে আর সেখান থেকে তাজা রক্ত নিচে টপকাচ্ছে এবং তা থেকে নির্গত হওয়া মুশকের মোহনীয় সুবাশ চারদিকের পরিবেশকে সুবাসিত ও আমোদিত করে রেখেছে। এই দুই মনিষীর লাশটি শূল থেকে নামালেন এবং ঘোড়ায় রেখে চলতে শুরু করলেন।

বালীয়ুল আরদ্ব

সকালে কুরাইশদের ৭০ জন আরোহী দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে পিছু নিল এবং এই দুই মনিষীর কাছে পৌঁছে গেল। তাঁরা যখন দেখলেন যে, কুরাইশ সওয়াররা আমাদের গ্রেফতার করে ফেলবে, তখন হযরত খুবাইব رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর মুবারক লাশটি ঘোড়া থেকে নামিয়ে মাটিতে রেখে দিলেন। খোদার কুদরত দেখুন; সাথে সাথে জমিন ফেটে গেল এবং মুবারক লাশটিকে গ্রাস করে নিল, এমনকি ফাটার চিহ্নও অবশিষ্ট রইল না। এই কারণেই হযরত খুবাইব رَضِىَ اللهُ عَنْهُ কে "বালীয়ুল আরদ্ব" (যাঁকে জমিন গ্রাস করে নিয়েছে) উপাধি দ্বারা স্মরণ করা হয়।

সাহাবীদের গর্জন

এরপর হযরত জুবাইর বিন আওয়াম رَضِىَ اللهُ عَنْهُ কাফেরদের বললেন: আমরা দুই সিংহ, যারা নিজেদের জঙ্গলে যাচ্ছি। যদি সাহস থাকে তবে আমাদের রাস্তা আটকে দেখাও। চাইলে তীরন্দাজির মোকাবিলা করো অথবা খোলা ময়দানে লড়াই করো; আর যদি জীবন প্রিয় হয় তবে ফিরে যাও। কাফেররা সাহাবীদের কাছে লাশ দেখতে না পেয়ে লড়াই করা সমীচীন মনে করল না, তাই মক্কায় ফিরে গেল। যখন এই দুই পবিত্রাত্মা প্রিয় নবী রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সমস্ত ঘটনা আরয করলেন, তখন হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام ও দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার এই দুই প্রাণোৎসর্গকারীর এই বীরত্বপূর্ণ কাজে আমরা ফেরেশতাদের দলও গর্বিত।

(তাফসীরে বাগাভী, সূরা: বাক্বারা, ২০৭ নং আয়াতের পাদটিকা, ১/১৩২)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের মাগফিরাত হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আলা হযরত ইমাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আহমদ রযা খান এর আকীদা হেফাযতের জন্য খেদমত

মাওলানা রাশিদ আলী আত্তারী মাদানী

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ইলমী ও রূহানী ব্যক্তিত্বদের মধ্যে শায়খুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন, আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নাম উল্লেখযোগ্য। আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দ্বীনে মতীনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের ইলমী, তাত্ত্বিক ও লেখনীর খেদমত পেশ করেছেন, তন্মধ্যে একটি বিভাগ হলো "ইসলামী আকীদার হেফাযত।" এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কয়েকটি কিতাব ও লেখনীর খেদমতের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা নিম্নে লক্ষ্য করুন:

আকায়িদে তাওহীদের হেফাযত:

মুসলমানদের মূল আকীদা হলো আল্লাহ পাকের আপন সত্তা, গুণাবলী, কার্যাবলী, বিধান, রাজত্ব, ক্ষমতা এবং সমস্ত শান-শওকতে এক, অদ্বিতীয় ও একক; একেই "আকায়িদে তাওহীদ" নামে চেনা হয়। তাছাড়া আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্তা প্রতিটি ত্রুটি ও খুঁত, দেহ ও দৈহিকতা, রূপ ও আকৃতি এবং সমস্ত আপদ-বিপদ থেকে পবিত্র। ইসলামের এই মৌলিক আকীদাসমূহের হেফাযত ও রক্ষার ক্ষেত্রে আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মূল্যবান লেখনীর খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের প্রসিদ্ধ প্রস্তিকা "اِعْتِقَادُ الْاَحْبَابِ فِی الْجَمِیْلِ وَالْمُصْطَفٰی وَالْاٰلِ وَالْاَصْحَاب" এ প্রথম আকীদা হিসেবে "আকায়িদে তাওহীদ" বর্ণনা করেছেন।

যখন ইসলামী আকীদা "আল্লাহ পাক প্রতিটি (সম্ভব) বিষয়ের উপর সক্ষম" এর ভুল ও বাতিল ব্যাখ্যা করে এটি বর্ণনা করা শুরু হলো যে, مَعَاذَ الله "আল্লাহ পাক মিথ্যা বলতেও সক্ষম", তখন

একত্ববাদের শানের হেফাযতের জন্য আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি চমৎকার পুস্তিকা "سُبْحٰنَ السُّبُّوْحِ عَنْ عَيْبِ كِذْبٍ مَقْبُوْحٍ" (দেখুন: ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ১৫/৩১১-৪৫০) রচনা করেন। এই পুস্তিকায় তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৩০ টি কুরআন-সুন্নাহর উদ্ধৃতি এবং ৩০টি অকাট্য দলীলের (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ১৫/৪৫২) মাধ্যমে এটি প্রমাণ করেছেন যে, আল্লাহ পাকের মিথ্যা বলা সত্তাগতভাবে অসম্ভব এবং এর উপর উম্মতের সমস্ত ইমামদের ইজমা ও ঐকমত্য রয়েছে। এই একই বিষয়ে তিনি "دَامَانِ بَاغِ سُبْحٰنَ السُّبُّوْحِ" (দেখুন: ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ১৫/৪৫১-৪৬৩) নামে আরও একটি পুস্তিকা রচনা করেন।

যখন কুরআনে করীমের কয়েকটি সাদৃশ্যপূর্ণ আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে আল্লাহ পাকের জন্য দেহ ও দৈহিকতা প্রমাণের চেষ্টা করা হলো, তখন ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আল্লাহ পাকের জন্য দেহ ও দৈহিকতা নাকচ করার বর্ণনায় একটি কালজয়ী পুস্তিকা "قَوَارِعُ الْقَهَّارِ عَلَى الْمُجَسِّمَةِ الْفُجَّارِ" (দেখুন: ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/১১৯-২০০) রচনা করেন, যাতে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আল্লাহ পাকের সত্তা ও গুণাবলী সংক্রান্ত ১৫টি আকীদা লিপিবদ্ধ করেন এবং সাদৃশ্যপূর্ণ আয়াতের সঠিক তাফসীর ও ব্যাখ্যা করার গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিও বর্ণনা করেন। তাছাড়া আল্লাহ পাকের সত্তা থেকে দেহ ও দৈহিকতা নাকচ করার পক্ষে ২৫০টি অকাট্য দলীল লিপিবদ্ধ করেছেন, যা আলা হযরতের গবেষণারই অংশ। এই পুস্তিকাগুলো ছাড়াও অনেক পুস্তিকা ও ফতোয়ায় ইলাহিয়্যাত (তথা আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী সংক্রান্ত আকীদা) বিষয়ে লেখনীর খেদমত পেশ করেছেন।

রিসালাতের ফযিলত ও শানের হেফাযত:

অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামের পাশাপাশি ইমামুল মুরসালীন, খাতামুন নাবিয়্যীন হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদা, শান, সম্মান ও পবিত্রতা বিষয়ে আলা হযরতের কিতাব, পুস্তিকা ও ফতোয়ার একটি দীর্ঘ তালিকা রয়েছে। তিনি রাসূলের শানে ধৃষ্টতাকারীদের ঘৃণ্য ও কুফরী আকীদা ও মতবাদের খণ্ডনে এমন মহান ইলমী ও লেখনীর কাজ করেছেন, যার উদাহরণ আজ পর্যন্ত মেলা ভার। রিসালতের ফযীলত ও শান সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় ও মাসআলার উপর রচিত ডজন ডজন পুস্তিকা ও শত শত ফতোওয়ার মধ্য হতে মাত্র দুটি পুস্তিকার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লক্ষ্য করুন:

রিসালাতের ইজ্জত ও সম্মানের গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলার জন্য আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "تَمْهِيْدِ اِيْمَان بِاٰيَاتِ قُرْاٰن" (দেখুন: ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/৩০৭-৩৫৮) নামে একটি ঈমানোদীপ্ত পুস্তিকা রচনা করেন। এটি ঐ চমৎকার কিতাব, যা পাঠ করলে অন্তরে ইশকে রাসূল এবং রাসূলের শ্রেষ্ঠত্বের প্রদীপ আরও প্রজ্জ্বলিত হয়। যেমনটি ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই পুস্তিকায় লিখেছেন: তোমাদের ঐসব লোকদের সাথে যেমনই সম্মান, যেমনই ভক্তি, যেমনই বন্ধুত্ব এবং যেমনই ভালবাসার সম্পর্ক থাকুক না কেন; যেমন তোমাদের বাবা,

তোমাদের উস্তাদ, তোমাদের পীর, তোমাদের ভাই, তোমাদের বন্ধু-বান্ধব, তোমাদের সুহৃদ, তোমাদের মৌলভী, তোমাদের হাফেয, তোমাদের মুফতি, তোমাদের ওয়ায়েয ইত্যাদি যারা-ই হোন না কেন, যখন তারা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র শানে ধৃষ্টতা করবে, তখন বিন্দুমাত্র তোমাদের অন্তরে তাদের মর্যাদা ও তাদের ভালবাসার নাম-নিশান থাকবে না; দ্রুত তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাও, দুধ থেকে মাছির মতো বের করে ছুঁড়ে ফেলে দাও, তাদের চেহারা ও তাদের নামকে ঘৃণা করো... ইত্যাদি। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/৩১০)

যখন নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সমস্ত নবী ও রাসূলদের চেয়েও উত্তম ও শ্রেষ্ঠ হওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো, তখন আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ পুরো একটি পুস্তিকা "تَجَلِّی الۡيَقِيۡنِ بِاَنَّ نَبِيَّنَا سَيِّدُ الۡمُرۡسَلِيۡنَ" (দেখুন: ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/১২৯-২৬৪) রচনা করে দিলেন এবং দশটি কুরআনী আয়াত ও ১০০ এর অধিক হাদীসে পাক ও রেওয়ায়াতের মাধ্যমে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর "আফযালুল মুরসালীন" হওয়া প্রমাণ করেছেন। শুরুতে বলেন: প্রিয় নবী রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আফযালুল মুরসালীন এবং সায়্যিদুল আউয়ালীন ওয়াল আখিরীন হওয়া অকাট্য ঈমানী, নিশ্চিত, সুদৃঢ়, ইজমায়ী ও ধ্রুব সত্য মাসআলা; যাতে কেউ মতভেদ করবে না, কেবল পথভ্রষ্ট, বদ-দ্বীন ও শয়তানের গোলাম ছাড়া... ইত্যাদি। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/১৩১)

আকীদায়ে খতমে নবুওয়তের হেফাযত:

আকীদায়ে খতমে নবুওয়ত দ্বীনে ইসলামের মৌলিক ও ভিত্তিগত আকীদাসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ আকীদা। আল্লাহ পাক নবুওয়তের সিলসিলা তাঁর উপর সমাপ্ত করে দিয়েছেন, অতএব তাঁর যুগে বা পরে কোনো নতুন নবী হতে পারে না। (বাহারে শরীয়ত, ১/৬৩) আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই ইসলামী আকীদার হেফাযত ও প্রতিরক্ষা এবং খতমে নবুওয়াত অস্বীকারকারীদের খণ্ডন ও বাতিল করতে বিভিন্ন ফতোয়ার পাশাপাশি প্রায় পাঁচটি স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছেন:

(১) اَلۡمُبِيۡنُ خَتۡمَ النَّبِيِّيۡن (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ১৪/৩৩১-৩৫৫)

(২) اَلسَّوۡءُ وَالۡعِقَابُ عَلَى الۡمَسِيۡحِ الۡكَذَّاب (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ১৫/৫৭১-৫৯৪)

(৩) قَهۡرُ الدَّيَّانِ عَلٰى مُرۡتَدٍّ بِقَادِيَان (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ১৫/৫৯৫-৬১০)

(৪) اَلۡجُرَازُ الدَّيَّانِيۡ عَلَى الۡمُرۡتَدِّ الۡقَادِيَانِيۡ (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ১৫/৬১১-৬২৮)

(৫) جَزَاءُ اللهِ عَدُوَّهٗ بِاِبَائِهٖ خَتۡمَ النُّبُوَّة (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ১৫/৬২৯-৭৪১)।

আকীদায়ে খতমে নবুওয়তের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত ইমামে আহলে সুন্নাত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর একটি চমৎকার ইবারত লক্ষ্য করুন: আল্লাহ পাক সত্য এবং তাঁর কালাম সত্য; মুসলমানের উপর যেভাবে لَا اِلٰهَ اِلَّا الله মানা, আল্লাহ পাককে এক, অমুখাপেক্ষী ও কোন শরীক নাই জানাটা প্রথম ফরয ও ঈমানের ভিত্তি; তেমনি মুহাম্মদুর

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সর্বশেষ নবী মানা, তাঁর যুগে বা তাঁর পরে কোনো নতুন নবীর আগমনকে নিশ্চিতভাবে অসম্ভব ও বাতিল জানাও মহান ফরয ও ঈমানের অংশ।

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ

(পারা:২২, সূরা: আহযাব: ৪০) (হ্যাঁ, আল্লাহ এর রাসূল হন এবং সমস্ত নবীর মধ্যে সর্বশেষ) কুরআনের অকাট্য দলিল। এর অস্বীকারকারী, শুধু অস্বীকারকারী নয় বরং সন্দেহ পোষণকারীও নয়, এমনকি সামান্য ক্ষীণ সম্ভাবনার কারণে খটকা পোষণকারীও অকাট্যভাবে, সর্বসম্মতভাবে কাফের, অভিশপ্ত এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী। শুধু সে-ই কাফের নয়, বরং যে তার অভিশপ্ত আকীদা সম্পর্কে অবগত হয়েও তাকে কাফের না জানবে, সেও কাফের; যে তার কাফের হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ ও দ্বিধাকে সুযোগ দিবে, সেও কাফের, সুস্পষ্ট কাফের এবং প্রকাশ্য অকৃতজ্ঞ।

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ১৫/৬৩০)

সাহাবা ও আহলে বাইতের সম্মানের হেফাযত:

বিশুদ্ধ আকীদা সম্পন্ন মুসলমানের একটি নিদর্শন হলো; তারা রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সকল সাহাবা এবং আহলে বাইতের আদব ও সম্মান করে। এই মহান মনিষীদের আলোচনা সর্বদা কল্যাণ ও মঙ্গলের সাথে করে, তাঁদের শানে ধৃষ্টতাকে নাজায়িয ও হারাম মনে করে। আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের কিতাব, পুস্তিকা ও ফতোয়ায় বিভিন্ন স্থানে সাহাবায়ে কিরাম ও আহলে বাইতের শান ও মান উল্লেখ করেছেন এবং তাঁদের মাহাত্ম্য, মর্যাদা, ন্যায়পরায়ণতা ও চরিত্রের ব্যাপারে পথভ্রষ্টদের আপত্তির দাঁতভাঙ্গা জবাবও লিপিবদ্ধ করেছেন। কয়েকটির পরিচিতি লক্ষ্য করুন:

☆ শায়খাইনে করীমাইন (হযরত সিদ্দীক ও ফারুক) رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا এর নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে চমৎকার কিতাব: مَطْلَعُ الْقَمَرَيْنِ فِيْ اِبَانَةِ سَبْقَةِ الْعُمَرَيْنِ। ☆ সিদ্দীকে আকবরের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে আরবী ভাষায় কিতাব: اَلزُّلَالُ الْاَنْقٰى مِنْ بَحْرِ سَبْقَةِ الْاَتْقٰى (দেখুন: ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২৮/৪৯১-৬৮৪) ☆ হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা ও সিদ্দীকে আকবরের ইমামতে কুবরা (অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য খলীফা হওয়া) সংক্রান্ত হাদীসে পাক ও বর্ণনার শ্রেষ্ঠ সংকলন: غَايَةُ التَّحْقِيْقِ فِيْ اِمَامَةِ الْعَلِيِّ وَالصِّدِّيْقِ (দেখুন: ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২৮/৪৬৯-৪৮৯)। ☆ মওলা আলী হায়দারে কাররার رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর ঈমানের শান বর্ণনায় চমৎকার পুস্তিকা: تَنْزِيْهُ الْمَكَانَةِ الْحَيْدَرِيَّه عَنْ وَصْمَةِ عَهْدِ الْجَاهِلِيَّه (দেখুন: ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২৮/৪৩৩-৪৫৮)। ☆ হযরত উসমানে গণী যুন-নূরাইন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর "জামেউল কুরআন" হওয়ার বিস্তারিত বর্ণনার উপর ভিত্তি করে পুস্তিকা: جَمْعُ الْقُرْاٰنِ وَبِمَ عَزْوُهٗ لِعُثْمَان (দেখুন: ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৪৩৯-৪৫২)। ☆ হযরত আমীর মুয়াবিয়া رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর শান-মান ও তাঁর প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে ৪টি পুস্তিকা: (১) اَلْبُشْرٰى الْعَاجِلَة مِنْ تُحَفِ اٰجِلَة, (২) اَلْاَحَادِيْثُ

عَرْشُ الْاِعْزَازِ (৩), الرَّاوِيَة لِمَدْحِ الْاَمِيْرِ الْمُعَاوِيَه ذَبُّ الْاَهْوَاءِ الْوَاهِيَة (8), وَالْاِكْرَامِ لِاَوَّلِ مُلُوْكِ الْاِسْلَامِ فِيْ بَابِ الْاَمِيْرِ مُعَاوِيَة। (দেখুন: ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ৫/৪৭৮)[১]

আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আহলে বাইতের প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং চরম ভক্তি পোষণ করতেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه নিজের ফতোয়া ও পুস্তিকা ইত্যাদিতে রাসূলের আত্মীয় এবং রাসূলের বংশধরদের ফযিলত সম্পর্কে ঈমানোদীপ্ত উদ্ধৃতি লিপিবদ্ধ করেছেন। এই প্রসঙ্গে আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর একটি রীতিমতো পুস্তিকা "اِرَاءَةُ الْاَدَبِ لِفَاضِلِ النَّسَبِ" (দেখুন: ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/২০১-২৫৬) বিদ্যমান রয়েছে, যাতে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরিবার, গোত্র, সন্তান-সন্ততি এবং পবিত্র বংশের ফযিলত সম্পর্কে হাদীসে পাক ও রেওয়ায়েতের আলোকে চমৎকার আলোচনা করেছেন। আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তানের প্রতি নিজের ভক্তি ও ভালবাসা প্রকাশ করতে গিয়ে ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার এক স্থানে লিখেছেন: "এই লাঞ্ছিত ফকির بحمدہٖ تعالیٰ সৈয়দদের নগণ্য গোলাম ও পায়ের ধূলি। তাঁদের ভালবাসা ও শ্রেষ্ঠত্বকে নাজাত ও শাফায়াতের উসিলা মনে করে।" (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/৫৮৭)

আউলিয়াদের সম্মানের হেফাযত:

কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর আউলিয়াদের মর্যাদা ও শান বর্ণিত হয়েছে। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ও নিজের লেখনীর মাধ্যমে শুধু আল্লাহর আউলিয়াদের ফযীলত ও মানাক্বিব-ই বর্ণনা করেননি বরং আল্লাহর আউলিয়া সম্পর্কে জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে থাকা কুমন্ত্রণা ও ভুল ধারণার সন্তোষজনক ও দালিলিক উত্তর প্রদান করেছেন। বিশেষভাবে গাউসে আযম শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর আউলিয়াগণের দলে শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর চমৎকার সংকলন "طَرْدُ الْاَفَاعِيْ عَنْ حِمَى هَادٍ رَفَعَ الرِّفَاعِيْ" (দেখুন: ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২৮/৩৬৭-৪০২) ফাতাওয়ায়ে রযবীয়ার ২৮তম খণ্ডে রয়েছে। অনুরূপভাবে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه "ফাতাওয়া কারামাতে গাউসিয়া" (দেখুন: ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২৮/৪০৩-৪৩০) নামে একটি পুস্তিকাও রচনা করেছেন।

এ ছাড়াও আউলিয়ায়ে কিরামের কাছে সাহায্য চাওয়ার প্রমাণে কুরআন ও হাদীসের দলিলের উপর ভিত্তি করে পুস্তিকা "بَرَكَاتُ الْاِمْدَادِ لِاَهْلِ الْاِسْتِمْدَادِ" (দেখুন: ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৩০১-৩৩৭) আউলিয়ায়ে কিরামের আল্লাহর দানক্রমে আলোকিত অন্তরের হওয়া এবং অন্তরের উপর

---

১. এই চারটি পুস্তিকা সহজলভ্য নয় কিন্তু এটি তো প্রমাণিত হলো যে, আমীর মুয়াবিয়া رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর ফযীলতের বিষয়টিকে আলা হযরত কত গুরুত্ব দিয়েছেন এবং চারটি পুস্তিকা লিখে মুয়াবিয়া বিদ্বেষীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন।

কর্তৃত্বের বিষয়ে পুস্তিকা " فِقْهُ شَهَنْشَاه وَاَنَّ الْقُلُوْبَ "بِيَدِ الْمَحْبُوْبِ بِعَطَاءِ اللّٰهِ" (দেখুন: ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৩৩৯-৩৯৫), আউলিয়ায়ে কেরামের ইসালে সাওয়াবের জন্য আল্লাহ পাকের নাম নিয়ে পশু জবাই করার বৈধতা এবং এর শরয়ী পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে পুস্তিকা " بُلُ الْاَصْفِيَاءِ فِيْ حُكْمِ "الذَّبْحِ لِلْاَوْلِيَاءِ" (দেখুন: ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২০/২৬৯-২৭৯) এবং বাইয়াত ও খেলাফত এবং সাজ্জাদানশীন হওয়ার শরয়ী আহকাম সম্পর্কে পুস্তিকা "نَقَاءُ السَّلَافَه فِيْ اَحْكَامِ الْبَيْعَةِ وَ الْخِلَافَه" (দেখুন: ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৪৬১-৪৯৫); আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর মহান ইলমী ও তাত্ত্বিক কৃতিত্ব ফাতাওয়ায়ে রযবীয়ার বিভিন্ন খণ্ডে ঝলমল করছে।

আকায়িদে কুরআনের মহত্বের হেফাযত:

কুরআনে মাজীদকে আল্লাহ পাক শেষ উম্মতের হেদায়েতের জন্য নিজের সর্বশেষ নবী মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর অবতীর্ণ করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্নভাবে কুরআনে মাজীদের শব্দাবলী এবং অর্থ ও মর্মের হেফাযত ও খেদমতের জন্য ওলামারা অনেক চেষ্টা আঞ্জাম দিয়েছেন। ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ও কুরআনে মাজীদের শব্দ ও অর্থের বিভিন্ন উপায়ে খেদমত করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। যার মধ্যে শীর্ষে রয়েছে উর্দু ভাষায় কুরআনে মজীদের চমৎকার এবং অনন্য অনুবাদ, যার নাম "তরজুমায়ে কানযুল ঈমান" (দেখুন: ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৪৩৯-৪৫২), যা নিঃসন্দেহে উর্দু ভাষায় কৃত অনুবাদসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, চমৎকার ও প্রসিদ্ধ অনুবাদ। বিভিন্ন যুগ এবং বিভিন্ন পর্যায়ে কুরআনে মজীদ কীভাবে বর্তমান কিতাবী রূপ লাভ করেছে, তার বিস্তারিত বিবরণের উপর ভিত্তি করে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه " جَمْعُ الْقُرْاٰنِ وَبِمَ عَزْوُهُ "لِعُثْمَان" নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। কুরআনে মাজীদ আল্লাহর কালাম হওয়া সম্পর্কে কালামে নফসী ও কালামে লাফযী এর কালজয়ী বিতর্ক উল্লেখ করতে গিয়ে আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আরবী ভাষায় একটি পুস্তিকা "اَنْوَارُ الْمَنَّان فِيْ تَوْحِيْدِ الْقُرْاٰن" রচনা করেন এবং এই বিষয়ে গবেষণার হক আদায় করে দেন।

কুরআন, হাদীস এবং ইজমায়ে উম্মত থেকে প্রমাণিত আকায়িদে ইসলামীয়ার হেফাযত ও প্রতিরক্ষার বিষয়ে উপরে ইমামে আহলে সুন্নাত আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর কয়েকটি কিতাবের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপন করা হয়েছে। যদি রযবীয়াত (অর্থাৎ আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর লেখনী, সংকলন, রচনা, পুস্তিকা ও ফতোয়া) এর গভীর দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করা হয়, তবে আকায়িদে ইসলামীয়া এবং আহলে সুন্নাতের মতাদর্শের বর্ণনা ও ব্যাখ্যায় জ্ঞান ও গবেষণার এক জগত আবাদ রয়েছে।

আকায়েদ মেঁ বয়াঁ জো কুছ কিয়া হে আলা হযরত নে
ওহ হক কী তরজুমানী হে, খুলাসা আহলে সুন্নাত কা

ইসলামী বোনদের শরয়ী মাসায়িল

মুফতি মুহাম্মদ হাশীম খাঁন আত্তারী

(১) আপওয়ার্ক (Upwork) এর জন্য নারীর নিজের প্রোফাইলে ছবি লাগানো

প্রশ্নঃ ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতিয়ানে কেরাম এই মাসয়ালার ব্যাপারে কী বলেন যে, আমি আপওয়ার্ক (Upwork) সম্পর্কে শরয়ী নির্দেশনা নিতে চাই যে, একজন নারী কি নিজের প্রোফাইলে নিকাবসহ ছবি লাগিয়ে প্রোফাইল তৈরি করতে পারবে? নিকাব বলতে উদ্দেশ্য হলো মুখমণ্ডলের বৃত্তটি খোলা থাকবে কিন্তু বাকি অঙ্গসমূহ যেমন; মাথা ও গলা ইত্যাদি নিকাবে ঢাকা থাকবে? কারণ প্রোফাইল তৈরির জন্য ছবি লাগাতে হয়, তবে ছবি ছাড়াও প্রোফাইল তৈরি হয় এবং অর্ডারও পাওয়া যায়; কেননা মূল ভিত্তি ছবির উপর নয় বরং প্রোফাইলে থাকা রেটিং এবং পয়েন্টের উপর ভিত্তি করেই অর্ডার পাওয়া যায়?

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَھَّابِ اَللّٰھُمَّ ھِدَایَۃَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

আপওয়ার্ক ওয়েবসাইটে কোনো নারীর জন্য নিজের প্রোফাইল তৈরির সময় নিকাব ছাড়া মুখমণ্ডলের অংশ খোলা রেখে ছবি লাগানো নিষিদ্ধ; কারণ বর্তমান যুগে ফিতনার আশঙ্কার কারণে ফুকাহায়ে কিরাম মুখমণ্ডল আবৃত রাখা (পর্দা করা) আবশ্যক সাব্যস্ত করেছেন। যখন ছবি ছাড়াও প্রোফাইল তৈরি হতে পারে বরং মূল ভিত্তিও ছবির উপর নয় এবং ছবি ছাড়াও অর্ডার পাওয়া যেতে পারে, তখন কোনো ধরণের প্রয়োজনের বাস্তবতা ও প্রমাণ পাওয়া গেল না। তাই আপওয়ার্ক প্রোফাইলে আপনি আপনার এমন ছবি লাগাতে পারেন না, যাতে মুখমণ্ডল খোলা থাকে। হ্যাঁ, যদি পুরো মুখমণ্ডলও নিকাবে ঢাকা থাকে তবে ছবি লাগানোর ক্ষেত্রে শরয়ীভাবে কোনো বাধা নেই।

وَاللهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(২) বড় নখ রাখা কেমন? এবং নখ কতটুকু কাটা হবে?

প্রশ্নঃ ওলামায়ে কেরাম এই মাসয়ালার ব্যাপারে কী বলেন যে, চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার আগে নখ কাটা জরুরি। এখানে নখ কাটা বলতে কী বোঝানো হয়েছে যে, কতটুকু নখ কাটবে? কারণ কিছু নারীর বড় নখ রাখার শখ থাকে, তো

তারা চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার আগে সঠিকভাবে নখ কাটার পরিবর্তে নখের সামান্য কিনারা কেটে নেয়, যাতে তাদের নখ বড়ই থাকে এবং তারা মনে করে যে, আমরা শরীয়তের হুকুমের উপর আমল করে ফেলেছি; তো তাদের এই কাজ কি সঠিক?

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلۡجَوَابُ بِعَوۡنِ الۡمَلِکِ الۡوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الۡحَقِّ وَالصَّوَابِ

নখ কাটার বিষয়ে শরয়ী হুকুম হলো; সপ্তাহে একবার নখ কাটা মুস্তাহাব। যদি এক সপ্তাহের মধ্যে না কাটা হয় তবে পনেরো দিনে একবার কেটে নিবে। আর নখ না কাটার সর্বোচ্চ সময়সীমা হলো চল্লিশ দিন। বিনা অপারগতায় চল্লিশ দিন পর্যন্ত নখ না কাটা মাকরূহে তাহরীমী এবং গুনাহ।

এখানে নখ কাটা বলতে উদ্দেশ্য হলো; "নখের যেই অংশ আঙুলের অগ্রভাগ থেকে বেড়ে যায় তা এমনভাবে কেটে নেওয়া, যাতে নিজের কষ্ট বা ক্ষতি না হয়।" বড় নখ রাখার শখে নখগুলোকে আঙুলের অগ্রভাগ থেকে বড় রাখা এবং চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার আগে নখের কিনারা সামান্য কেটে নেওয়া যথেষ্ট নয়; কারণ নখ আঙুলের অগ্রভাগের উপরেই রয়ে যাবে। সুতরাং এর মাধ্যমে শরয়ী হুকুমের উপর আমল হবে না এবং তারা চল্লিশ দিনের বেশি বড় নখ রাখার কারণে গুনাহগার হবে।

وَاللّٰهُ اَعۡلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوۡلُهٗ اَعۡلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৩) অপ্রাপ্তবয়স্কা এবং প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের কান পর-পুরুষ দিয়ে ফুঁড়ানো কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে দ্বীন ও শরয়ী মুফতিয়ানে কেরাম এই মাসয়ালার ব্যাপারে কী বলেন যে, আজকাল বাজারে মেয়েদের কান ফুঁড়ানোর জন্য অধিকাংশই পুরুষ থাকেন। তাদের কাছে এয়ারগান থাকে, যা দিয়ে সাথে সাথে কানে ছিদ্র হয়ে যায়। এখন তাদের দিয়ে কান ফুঁড়ানোর মধ্যে প্রাপ্তবয়স্কা নারীরাও থাকেন, অপ্রাপ্তবয়স্কা এবং প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার নিকটবর্তী মেয়েরাও থাকে। কান স্পর্শ করতে হয় এবং দেখতেও হয়, কখনো স্পর্শ না করেও হয়ে যায়। এ বিষয়ে শরয়ী নির্দেশনা প্রয়োজন যে,

(১) নারীর জন্য কান ফুঁড়ানোর শরয়ী মর্যাদা কী?

(২) অপ্রাপ্তবয়স্কা এবং প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের কান কোনো পর-পুরুষ দিয়ে ফুঁড়ানো কেমন?

(৩) যদি কোনো নারী নাক-কান ফুঁড়ানোর জন্য পাওয়া না যায়, তবে কি বাধ্য হয়ে কোনো পুরুষের মাধ্যমে এই কাজ করানো যাবে?

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلۡجَوَابُ بِعَوۡنِ الۡمَلِکِ الۡوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الۡحَقِّ وَالصَّوَابِ

(১) নারীদের অলংকার পরিধানের উদ্দেশ্যে নাক ও কান ফুঁড়ানো শরয়ীভাবে জায়িয ও মুবাহ। কারণ নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র যুগেও এটি প্রচলিত ছিল এবং হুযুর নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একে বহাল রেখেছেন, এতে নিষেধ করেননি। তাছাড়া এটি স্পষ্ট থাকা উচিত যে, এই বিষয়টি ফরয, ওয়াজিব বা সুন্নাত নয়;

তবে যেই মুবাহ ভালো নিয়তে সম্পন্ন করা হয় তা শরয়ীভাবে মুস্তাহাব ও প্রশংসনীয় স্তরে পোঁছে যায়। সুতরাং কোনো নারী যদি তার স্বামীর জন্য অলংকার পরিধানের উদ্দেশ্যে এই কাজ করেন তবে এই বিষয়টি তার জন্য মুস্তাহাব।

(২, ৩) অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়ের কান বা নাক পর-পুরুষ দিয়ে ফুঁড়ানো শরয়ীভাবে জায়িয। আর প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার নিকটবর্তী ও আকর্ষণীয় বা প্রপ্তবয়স্কা নারীর পর-পুরুষ দিয়ে ফুঁড়ানো নাজায়িয ও হারাম; কারণ পবিত্র শরীয়তের মূলনীতির আলোকে কোনো মুরাহিক্বাহ-মুশতাহাত (যার প্রতি কামভাব জাগ্রত হতে পারে) বা প্রাপ্তবয়স্কা নারীর সতরের অঙ্গসমূহ দেখা এবং স্পর্শ করা হারাম ও গুনাহ। আর নারীর কানও তার সতরের অঙ্গসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া পর-পুরুষের নারীকে স্পর্শ করা সংক্রান্ত বিষয়ে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এমতাবস্থায় উভয় পক্ষ গুনাহগার হবে এবং তাদের উপর এই গুনাহ থেকে তাওবা করাও আবশ্যক হবে। তাছাড়া যদি এই কাজ করার জন্য কোনো নারী পাওয়া না যায় তবে যদি কোনো মুহরিম কান ফুঁড়াতে পারে তবে তাকে দিয়ে করাবে, অন্যথায় সাময়িকভাবে ধৈর্য ধরুন। কারণ পর-পুরুষ দিয়ে করানো সর্বাবস্থায় নাজায়িয। এটি নিছক একটি মুবাহ কাজ, আর বড়জোর যদি মুস্তাহাব স্তরেও হয় তবুও একটি মুবাহ ও মুস্তাহাব কাজের জন্য কোনো নাজায়িয ও হারাম কাজ করার অনুমতি নেই।

وَاللهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৪) নারীর হায়েয বন্ধ করার ওষুধ ব্যবহার করা কেমন?

প্রশ্নঃ ওলামায়ে দ্বীন ও শরয়ী মুফতিয়ানে কেরাম এই মাসয়ালার ব্যাপারে কী বলেন যে, নারী কি হায়েয বন্ধ করার ওষুধ খেতে পারবে?

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

নারীর জন্য হায়েয বন্ধ করার ওষুধ ব্যবহার করা শরয়ীভাবে জায়িয; কারণ পবিত্র শরীয়ত এতে নিষেধ করেনি। কিন্তু যদি শারীরিকভাবে কোনো বড় এবং তাৎক্ষণিক ক্ষতির কারণ হয় তবে অনুমতি নেই; কারণ একে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া বলা হবে। আর কুরআনে করীমে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

وَاللهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কন্যা সন্তানের লালন-পালন

মেয়েদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রশিক্ষণ দিন

উম্মে মিলাদ আত্তারীয়া

দ্বীন ইসলাম যেখানে মানুষকে কুফর ও শিরকের অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করে সম্মান ও উচ্চতা দান করেছে, সেখানেই জাহির ও বাতিনের পবিত্রতার উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে মানবতার মর্যাদা উন্নীত করেছে। শরীরের পবিত্রতা হোক বা পোশাকের পরিচ্ছন্নতা, বাহ্যিক রূপ-লাবণ্যের সৌন্দর্য হোক বা চাল-চলনের উৎকর্ষ, ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্রের পরিচ্ছন্নতাই হোক বা বাহনের রক্ষণাবেক্ষণ; মোটকথা প্রতিটি জিনিসকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার শিক্ষা ও উৎসাহ দ্বীনে ইসলামে দেওয়া হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নির্দেশ দিতেন এবং এর তাকিদ ইরশাদ করতেন। হাদীসে শরীফে রয়েছে যে, আল্লাহ পাক পবিত্র এবং তিনি পবিত্রতাকে পছন্দ করেন। (তিরমিযী, ৪/৩৬৫, হাদীস: ২৮০৮)। প্রতিটি মুসলমানের উচিত সে, যেন তার শরীর, ব্যবহারের জিনিসপত্র, নিজের ঘর এবং এর চারপাশ ইত্যাদি প্রতিটি জিনিসের পবিত্রতা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি সব সময় খেয়াল রাখে।

মানুষের নিজ সত্তা এবং তার চারপাশের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার নিশ্চয়তা দেয়। যখন শরীর শক্তিশালী এবং চিন্তা সুস্থ হয়, তখন মানুষ দ্বীন ও দুনিয়ার সমস্ত কাজ চমৎকারভাবে আঞ্জাম দিতে পারে। পবিত্রতা শুধু ইবাদতে স্বাদ এবং খুশু-খুযু তৈরি করে না বরং বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতাই মানুষের বাতিনকেও উজ্জ্বল করে; কারণ এই উভয়ই একে অপরের সাথে যুক্ত। প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি নিজের বাতিনের সংশোধন করে নিল, আল্লাহ পাক তার জাহিরকে সঠিক করে দিবেন। (জামে সগীর, পৃষ্ঠা: ৫০৮, হাদীস: ৮৩৩৯)

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে জীবনের অংশ করার জন্য পিতা-মাতা (বিশেষ করে মা) এর অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে; কারণ শিশুরা তাদের পিতা-মাতার থেকেই শেখে, তাঁদের যা করতে দেখে নিজেরাও তা করার চেষ্টা করে। যদি মায়ের মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস থাকে, তিনি

প্রতিটি জিনিস নিজ স্থানে শৃঙ্খলার সাথে রাখেন, কিচেন পরিষ্কার রাখেন, ঘরে যদি জিনিসপত্র ছড়ানো-ছিটানো না থাকে, তবে মেয়ে দেখে নিজে নিজেই শিখতে শুরু করবে; কারণ এটি একটি পর্যবেক্ষণ যে, শোনার তুলনায় দেখা জিনিস মস্তিষ্ক দ্রুত গ্রহণ করে। মেয়ের স্বভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সৃষ্টি করানোর জন্য মায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বয়স অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে মেয়েদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলার প্র্যাকটিস করান এবং তাদের অভ্যস্ত বানান যাতে তারা নিজ শরীর, চুল, পোশাক, রুম ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। নিজের রুটিন এভাবেও তৈরি করা যেতে পারে যে, ঘরের প্রতিটি কাজের জন্য টাইম টেবিল বানিয়ে নিন যে, কোন কাজ কোন দিন করতে হবে, যেমন:

আসবাবপত্রের পরিচ্ছন্নতা এবং ডাস্টিংকে নিজের প্রতিদিনের অভ্যাসে পরিণত করুন। যদিও প্রতিদিন ডীপ ক্লিনিং (Deep Cleaning) সম্ভব না হয়, তবুও হালকা পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস অবশ্যই গড়ে তুলুন। কাজকে সহজ করার জন্য একটি শিডিউল (Schedule) বানিয়ে নিন, যেমন এটি নির্ধারণ করে নিন যে, কোন দিন কোন রুমের সিলিং পরিষ্কার করতে হবে এবং দেয়াল পরিস্কার কত দিন পর পর করতে হবে। এভাবে পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থাও ভালো থাকবে এবং আপনাদের উপর বোঝাও পড়বে না।

কাপড় কোন দিন ধুতে হবে, এই সময় মেয়েকে পাশে বসিয়ে কাপড় ধোয়ার পদ্ধতিও শেখান যে, কোন কাপড় কীভাবে পরিষ্কার হবে, নাপাক কাপড় কীভাবে পাক করতে হবে (এর মাসয়ালা জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা প্রকাশিত পুস্তিকা “কাপড় পাক করার পদ্ধতি” অধ্যয়ন অত্যন্ত উপকারী হবে), কাপড় কতক্ষণ রোদে শুকাতে হবে; কিছু আর্দ্রতা রয়ে গেলে পরিষ্কার কাপড় থেকেও দুর্গন্ধ আসতে শুরু করে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত রোদ লাগলে কাপড় নষ্ট হয়ে যায়। দড়িতে (Clothesline) কয়েক দিন পর্যন্ত ধোয়া কাপড় পড়ে থাকতে দিবেন না বরং শুকিয়ে গেলে গুছিয়ে নিন এবং এরপর যেগুলো ইস্ত্রি করতে হবে তা ইস্ত্রি করে রাখা এবং বাকি কাপড় ভাঁজ করে শৃঙ্খলার সাথে আলমারির ভেতরে রাখা; একইভাবে অগোছালো আলমারি গুছিয়ে রাখা। এর জন্যও দিন নির্দিষ্ট করুন।

একইভাবে ফ্রিজের ভেতরের সমস্ত মালামাল বের করে পরিষ্কার করা, কিচেন ক্যাবিনেট, মসলার কৌটা ইত্যাদির পরিস্কার করা; এর দিনও নির্দিষ্ট করে দিন।

একইভাবে ঘরের অন্যান্য কাজগুলোরও বণ্টন করুন এবং প্রতিদিন কিছু না কিছু কাজ অ্যাডজাস্ট করা হলে পুরো মাস ঘর ঝকঝক করবে। এভাবে অল্প অল্প করে করার কারণে বোঝাও পড়ে না, বেশি ক্লান্তিও হয় না এবং অনেক কাজও সম্পন্ন হয়ে যায়। যখন মেয়ে কিছুটা বড় হতে থাকে তখন মেয়েকেও এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অন্তর্ভুক্ত করুন, এভাবে মেয়েও শিখতে থাকবে।

ছোট মেয়েদের খেলনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া একটি ভালো কৌশল হতে পারে। মেয়েদের কিচেন সেট বা রান্নার খেলনা দিন, ছোট পাত্রে পানি দিয়ে তাদের দিয়ে ধোয়ান, শুকানো ও সাজিয়ে রাখা শেখান। ওই পাত্রগুলোতে খাবার বানানো (কাল্পনিকভাবে) শেখান যে, খাবার বানানোর সময় কীভাবে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হয়। শিশুদের ব্যক্তিগত কাজগুলো তাদের নিজ হাতে করান; যেমন স্কুলে যাওয়ার সময় ইউনিফর্ম বদলানো, জুতো পরা, খাতা-বই ব্যাগে চেক করা, নিজের প্রস্তুতির পূর্ণ পর্যালোচনা করা (শিশুরা স্কুলেও যেন নিজেদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার খেয়াল রাখে, ডেস্ক ইত্যাদি মোছার জন্য অতিরিক্ত কাপড় সাথে থাকে, জুতোর ধুলোবালি সাথে সাথে পরিষ্কার করা ইত্যাদি)। স্কুল থেকে ফেরার পর জুতো ও ব্যাগ-ইউনিফর্ম নিজ স্থানে সঠিক পদ্ধতিতে রাখা, ফিরেই লাঞ্চ বক্স ধোয়ার জন্য রাখা, হাত-মুখ ভালোভাবে ধুয়ে খাবার খাওয়া, সুশৃঙ্খলভাবে পরিপাটিভাবে খাওয়া, খাওয়ার পর হাত-মুখ ভালোভাবে পরিষ্কার করা, গোসল করা ইত্যাদি; একইভাবে পাক-নাপাকের সতর্কতাগুলো শেখানো। মনে রাখবেন, শিশুরা খেলাচ্ছলে উত্তম পদ্ধতিতে শিখতে পারে। এর বিপরীতে জোরপূর্বক বকাঝকা করে যদি তাদের দিয়ে কিছু করানো বা শেখানো হয় তবে শিশু সাময়িকভাবে তো আপনার ভয়ে কাজটি করে নেবে কিন্তু তার স্বভাবে সেই কাজটি অন্তর্ভুক্ত করবে না। তেমনি মায়েরা যদি ঘরের কাজ করার সময় শোরগোল করেন বা পাত্র আছাড় মারেন যে, 'সব কাজ আমাকেই করতে হয়' ইত্যাদি, তবে মেয়েদের অন্তরেও গৃহস্থালি কাজের প্রতি বিরাগ তৈরি হবে, ঘরের কাজ বোঝা মনে হবে। এমন ভঙ্গি রাখুন যাতে ঘরের কাজ বোঝা না হয় বরং করার আগ্রহ হয়। মনে রাখবেন যে, "বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা" মানুষের অস্তিত্ব থেকে বোঝা যায় কিন্তু "অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা" মানুষের কথা থেকে বোঝা যায়। সুতরাং "বাহ্যিক পচ্ছিন্নতা" আল্লাহ পাকের বান্দাদের জন্য, "ঘর পরিষ্কার রাখা" মেহমানদের জন্য এবং "মন পরিষ্কার রাখা" আল্লাহ পাকের জন্য করা হোক।

যদি আপনি আপনার মেয়েদের দ্বীনি আচরণ ও আদর্শের সাথে বড় হতে দেখতে চান তবে আপনার মেয়েদের দারুল মদীনা ইসলামিক স্কুল / মাদরাসাতুল মদীনা / জামিয়াতুল মদীনায় ভর্তি করান; যেখানে তাদের দ্বীনি ও দুনিয়াবী বিষয়ের পাশাপাশি নিজ শরীর, পোশাক ও আসবাবপত্র ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার উৎসাহও দেওয়া হয়।

সফরুল মুজাফফরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

তারিখ/মাস/সাল	নাম/ঘটনা	আরও তথ্যের জন্য পড়ুন
৭ সফরুল মুযাফফর ৬৬১ হিজরী	প্রসিদ্ধ ওলীআল্লাহ হযরত বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর উরস দিবস	মাসিক ফয়যানে মদীনা সফরুল মুযাফফর ১৪৩৯, ১৪৪০ হিজরী এবং "ফয়যানে বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী"
১১ সফরুল মুযাফফর ১৩৮৫ হিজরী	আলা হযরতের খলীফা হযরত আল্লামা মুহাম্মদ ইব্রাহীম রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه	মাসিক ফয়যানে মদীনা সফরুল মুযাফফর ১৪৩৯ হিজরী এবং "১৩৪ খুলাফায়ে আলা হযরত"
১৪ সফরুল মুযাফফর ১১৬৫ হিজরী	সিন্ধুর প্রসিদ্ধ ওলী ও সূফী কবি হযরত শাহ আব্দুল লতিফ ভিটাই رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর উরস দিবস	মাসিক ফয়যানে মদীনা সফরুল মুযাফফর ১৪৪০ হিজরী
১৭ সফরুল মুযাফফর ১৩৯৮ হিজরী	আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার ক্বাদেরী এর শ্রদ্ধেয়া আম্মাজানের ওফাত দিবস	মাসিক ফয়যানে মদীনা সফরুল মুযাফফর ১৪৩৯ হিজরী এবং "আমীরে আহলে সুন্নাতের পরিচিতি, পৃষ্ঠা ১৫"
১৯ সফরুল মুযাফফর ১০৮৪ হিজরী	ওফাত দিবস: হযরত আল্লামা পীর সৈয়দ আহমদ শাহ তিরমিযী কালপভী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه	মাসিক ফয়যানে মদীনা সফরুল মুযাফফর ১৪৩৯ হিজরী
২০ সফরুল মুযাফফর ৪৬৫ হিজরী	উরস দিবস: হুযুর দাতা গঞ্জেবখশ হযরত সৈয়দ আলী বিন উসমান হাজভেরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه	মাসিক ফয়যানে মদীনা সফরুল মুযাফফর ১৪৩৯, ১৪৪০ হিজরী এবং "ফয়যানে দাতা আলী হাজভেরী"
২৫ সফরুল মুযাফফর ১৩৪০ হিজরী	ওফাত দিবস: আলা হযরত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খান বেরলভী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه	মাসিক ফয়যানে মদীনা সফরুল মুযাফফর ১৪৩৯ থেকে ১৪৪৬ হিজরী এবং "ফয়যানে ইমামে আহলে সুন্নাত"
২৬ সফরুল মুযাফফর ৭৮১ হিজরী	ওফাত দিবস: হযরত শায়খ সৈয়দ হাসান বোগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه	মাসিক ফয়যানে মদীনা সফরুল মুযাফফর ১৪৩৯ হিজরী
২৮ সফরুল মুযাফফর ১০৩৪ হিজরী	ওফাত দিবস: হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী শেখ আহমদ ফারুকী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه	মাসিক ফয়যানে মদীনা সফরুল মুযাফফর ১৪৩৯ হিজরী এবং "তাযকিরায়ে মুজাদ্দিদে আলফে সানী"
২৯ সফরুল মুযাফফর ১৩৫৬ হিজরী	ওফাত দিবস: তাজদারে গোলড়া হযরত আল্লামা পীর সৈয়দ মেহের আলী শাহ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه	মাসিক ফয়যানে মদীনা সফরুল মুযাফফর ১৪৪২ হিজরী এবং "ফয়যানে পীর মেহের আলী শাহ"
সফরুল মুযাফফর ০৪ হিজরী	বি'রে মাউনার শহীদগণ (৭০ জন সাহাবায়ে কেরামকে বি'রে মাউনা নামক স্থানে নজদের কাফেররা শহীদ করে দিয়েছিল)	মাসিক ফয়যানে মদীনা সফরুল মুযাফফর ১৪৪৪ হিজরী এবং "সীরাতে মুস্তফা, পৃষ্ঠা ৩৯৪"
সফরুল মুযাফফর ০৭ হিজরী	খায়বর বিজয়: রাসূলে পাকের যুগে ১৬০০ সাহাবী খায়বর নামক স্থানে ২০ হাজারের অধিক কাফেরের মোকাবিলা করেন, ১৫ জন সাহাবী শহীদ হন।	মাসিক ফয়যানে মদীনা সফরুল মুযাফফর ১৪৩৯ হিজরী এবং "সীরাতে মুস্তফা, পৃষ্ঠা ৩৮০"

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাব ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

"মাসিক ফয়যানে মদীনা" এর সংখ্যাগুলো দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট www.dawateislami.net থেকে ডাউনলোড করে পড়ুন এবং অন্যদের শেয়ারও করুন।